দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

Vol:8 Issue:36 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ৯ মহরম ১৪৪৫ হিজরি ২৮ জুলাই ২০২৩ ১১ শ্রাবণ ১৪৩০ শুক্রবার | অষ্টম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

হিন্দু ভাইদের যোগদান আইমাতে

এবারের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে বেশ কিছু আসন ছিনিয়ে নিয়েছেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন সমর্থিত নির্দল প্রার্থীরা। তার বাইরেও বহু আসনে তৃণমূলের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিয়েছেন তাঁরা। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের এই সাফল্যে স্বভাবতই উৎফুল্ল সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা। অন্যদিকে আইমার এই উত্থান কাঁপন ধরিয়েছে শাসকদলের বহু নেতানেত্রীর বুকে। ফলে আইমাকে এখন অনেকেই সমীহ করতে শুরু করেছেন।

বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

মডেল পঞ্চায়েত গড়বে আইমা

নির্বাচনোত্তর পর্যালোচনায় ঘোষণা ভাইজানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেসব জায়গায় অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন সমর্থিত প্রার্থীরা জয়লাভ করেছেন, সেইসব জায়গায় এমন মডেল পঞ্চায়েত গঠন করা হবে, যাতে শাসক এবং বিরোধী, সবাই আইমার অনুসরণ করতে বাধ্য হবে বলে ঘোষণা করলেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। কোলাঘাট ব্লকের সিদ্ধায় অনুষ্ঠিত হওয়া নির্বাচন পরবর্তী এক পর্যালোচনা সভা থেকে এই ঘোষণা করেন তিনি। যদিও অতীতে পৌরসভা নির্বাচনে রাজ্যের যে যে অঞ্চলে বিরোধীরা জয়ী হয়েছেন সেসব জায়গায় তাঁদের কাজ করতে না দেওয়ার একাধিক অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। এবারেও যে বিরোধীরা কাজ করতে পারবেন সে নিশ্চয়তা আছে কি? বিশেষ করে মডেল পঞ্চায়েতের যে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন আইমা সুপ্রিমো তা কতটা ফলপ্রসূ হবে? এই প্রশ্নের জবাবে আইমা সম্পাদক জানান, মানুষের জন্য কাজ করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হলে আইমার যেটুকু ক্ষমতা আছে সেটুকু দিয়েই তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। তাতেও কাজ না হলে তাঁরা অন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবেন বলে জানিয়েছেন পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। এই অন্য ব্যবস্থা কি আসলে কেন্দ্র সরকারের সাহায্য প্রার্থনা? যদিও এই প্রশ্নের সরাসরি কোনও উত্তর দেননি আইমা সুপ্রিমো। তবে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, মানুষের উন্নয়নের কাজের জন্য যতটা দূর যেতে হয় তাঁরা যাবেন।

এদিকে উন্নয়নের কাজকে ত্বরান্বিত করতে আগামী আগস্ট মাসের মধ্যেই একটি 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন ভাইজান। সেই পরিকল্পনার মধ্যে কী কী থাকবে সেটা আলোচনার মাধ্যমে স্থির হবে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি আরও একটা ব্যাপারেও সতর্ক করেছেন তিনি। তা হল, যেসব মানুষ আইমার প্রার্থীদের ভোট দেননি বা আইমার বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের কারও প্রতি কোনও বৈষম্য করা হবে না।

এর পর দুয়ের পাতায়

> কোনও জায়গায় প্রকাশ্যে, কোনও জায়গায় চুপিসারে বা রাতের অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে ব্যালট বাক্স সরিয়ে ফেলেছে তৃণমূলের গুণ্ডারা। মানুষকে ভয় দেখিয়ে, ছাপ্পা ভোট করে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা যায় না। ৩৪ বছরের শিকড় গেঁড়ে বসা সিপিএমকে উচ্ছেদ করতে আমাদের বেশি সময় লাগেনি। তৃণমূল নেতৃত্ব যেন এই কথাটা মাথায় রাখেন।
> —সৈয়দ রুহুল আমিন
> আইমা সম্পাদক

পাঁশকুড়ার তৃণমূলের জন্মলগ্নের সভাপতি অজিতকুমার সামন্ত আইমার পঞ্চায়েত ভোটে অভূতপূর্ব সাফল্য দেখে আইমাতে যোগদান করলেন। তাঁকে আইমার পাঁশকুড়া ব্লকের যুগ্ম পরিদর্শকের গুরু দায়িত্ব তুলে দেন আইমার সর্বভারতীয় সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন। সঙ্গে ছিলেন পরিদর্শক সেখ সেলিম সাহেব।

জ্ঞানবাপীও কি বাবরি হওয়ার দিকে এগোচ্ছে?

প্রশ্ন আইমা সুপ্রিমোর

নিজস্ব প্রতিনিধি: বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (এএসএই) বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কোনও সমীক্ষা করতে পারবে না বলে জানিয়েছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। সেই মেয়াদ গতকালই শেষ হয়েছে। নতুন করে শুনানির পর আদালত আবার কী আদেশ দেয় সেদিকেই তাকিয়ে সব মহল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জ্ঞানবাপী মসজিদের অজুখানা ও তহখানায় দেবদেবীর মূর্তি আছে দাবি করেন কয়েকজন হিন্দু মহিলা। তারপর সেখানে পুজো করার অনুমতি চেয়ে আদালতে মামলা করেছিলেন তাঁরা। এমনকী পরে মসজিদের অজুখানার একটি ভাঙা ফোয়ারাকে শিবলিঙ্গ বলে দাবি করে হিন্দুরা। মন্দির ভেঙে জ্ঞানবাপী মসজিদ নির্মিত হয়েছে বলেও দাবি তাঁদের। সেই মামলা চলছে আদালতে। তবে জ্ঞানবাপী মসজিদ নিয়ে মামলা করা হিন্দু মহিলাদের পিছনে যে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর হাত রয়েছে এ ব্যাপারে একমত সকলেই।

এএসআই খননকার্য চালালে ভেঙে পড়তে পারে প্রাচীন এই স্থাপত্য। সেই আশঙ্কা প্রকাশ করে এলাহাবাদ হাইকোর্টে মামলা করেছিল মসজিদ কমিটি। যদিও হিন্দুপক্ষের তীব্র বিরোধিতা এবং এএসআই-এর মসজিদের ক্ষতি না হওয়ার আশ্বাসেও চিঁড়ে ভেজেনি। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে এখনও এই মামলার দীর্ঘ শুনানি প্রয়োজন। এদিকে জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে সমীক্ষা এবং খননকার্য চালানোর ক্ষেত্রে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অতি উৎসাহ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব। সরকারি এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে তাঁর আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছেন তিনি এইভাবে, "এএসআই একটি নিরপেক্ষ সরকারি সংস্থা। তাদের ডিরেক্টর হলফনামা জমা দিয়ে জ্ঞানবাপী মসজিদ কমিটির দাবির বিরোধিতা করেছেন। জ্ঞানবাপী নিয়ে তাদের অতি উৎসাহ দেখে মনে হচ্ছে এই মসজিদকে তারা মন্দির ভেঙে তৈরি করা হয়েছে, এটা প্রমাণ করার পণ নিয়েছে হয়তো।"

এই প্রসঙ্গেই আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান মনে করিয়ে দিয়েছেন হিন্দুত্ববাদীদের সেই পুরনো স্লোগান, 'অযোধ্যা তো ঝাঁকি হ্যায় মথুরা-কাশী বাকি হ্যায়'কে। তাঁর মতে, বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে সেখানে রাম মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। অর্থাৎ এর পর একে একে কাশী ও মথুরার পালা আসবে। সেটা স্লোগানেই উল্লেখ করা হয়েছে। একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশে কেন্দ্র সরকার আর আদালতের সাহায্যে এইভাবে মসজিদ ভেঙে মন্দির তৈরি হলে সেই দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বজায় থাকে কি? প্রশ্ন তোলেন আইমা সুপ্রিমো।

এর পর দুয়ের পাতায়

২০২৪-এ বিজেপিকে কি হারাতে পারবে 'ইন্ডিয়া'

যেখানে লুকিয়ে সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৪-এ বিজেপিকে হারানোই পাখির চোখ বিরোধীদের। সেই কারণেই বিরোধী মঞ্চে নিজেদের মধ্যেকার সমস্ত বিরোধ ঝেড়ে ফেলে এক জোট হয়েছে কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম, আম আদমি পার্টির মতো দলগুলি। বিরোধী মঞ্চ 'ইন্ডিয়া'য় একজোট হয়েছে ২৬টি দল। এখন প্রশ্ন, এই ২৬ দলের জোট কি হারাতে পারবে বিজেপিকে?

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের মহাসংগ্রামে এবার সম্মুখ সমরে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র বিরুদ্ধে লড়বে 'ইন্ডিয়া'। সেই বিরোধী জোট কীভাবে জয়ের রাস্তা প্রস্তুত করে আর কীভাবে জয় হাসিল করতে পারে, তা নিয়েই সম্ভাবনার কথা জানিয়ছেন বিশেষজ্ঞরা। ক্ষমতাশালী বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধী জোটের সম্ভাবনা কতটা, তার সুলুকসন্ধান দিতে চেয়েছেন তাঁরা। এটা অনস্বীকার্য যে ভারতীয় রাজনীতিতে গত দুবারের বা প্রায় ১০ বছরের শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে অ্যান্টি ইনকামবেন্সি ফ্যাক্টর বা প্রতিষ্ঠানবিরোধী মানসিকতা দৃঢ় হয়েছে। সেই ফায়দা কতটা বিরোধীরা তুলতে পারবে, তার উপর অনেকাংশেই নির্ভর করবে 'ইন্ডিয়া'র ভবিষ্যৎ।

ক্ষমতাসীনদের প্রতি অসন্তোষ বিরোধীদের একটি অস্ত্র। বিরোধীরা যারা গত সপ্তাহে বেঙ্গালুরুতে সমবেত হয়েছিল, সেখানে তারা তাদের মঞ্চকে 'ইন্ডিয়া' নামে আখ্যায়িত করেছে। তারা বোঝাতে চেয়েছে এবার বিজেপির বিরোধিতায় সরব হয়েছে ভারতবর্ষ। বিরোধীরা চাইছে বিজেপির বিরুদ্ধে গণভোট। এখন সেটা কতটা বাস্তাবায়িত হয়, তা-ই দেখার। এমনই একটা আবহ তৈরি করা হয়েছে বা হচ্ছে যাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লড়াই হবে ভারতের বিরুদ্ধে। দেশকে রক্ষা করতে দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্র রক্ষা করার দাবিতে বিরোধীরা শামিল হয়েছে। ২০১৯-এ বিপুল জয়ের পর যে সমস্ত পদক্ষেপ বিজেপি নিয়েছে, তা যে ভারতের পরিপন্থী তা দেখানোর চেষ্টা করছে বিরোধীরা।

বিজেপির বিরুদ্ধে এবার যেভাবে ইন্ডিয়াকে খাঁড়া করা হয়েছে, তার প্রধান দল কংগ্রেস এই মুহূর্তে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়া যাত্রার পর ঝেড়ে উঠতে চাইছে। ইতিমধ্যে দুই রাজ্যে বিজেপিকে তারা হারাতেও সম্ভবপর হয়েছে। আর ভারত জোড়ো যাত্রা অর্থপূর্ণভাবে রাহুল গান্ধীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা এবং রাজনৈতিক অবস্থানকে উন্নীত করেছে।

এখন প্রশ্ন হল, কংগ্রেস সেই সাফল্যের উপর ভিত্তি করে নিজেদের গড়ে তুলতে পারবে কি না এবং প্রত্যাবর্তনের দাবিকে জনমানসে তুলে ধরতে পারবে কি না!

এর পর দুয়ের পাতায়

মণিপুর রাজ্যজুড়ে ঘটে চলা হত্যালীলা, নারী নির্যাতন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসিনতার প্রতিবাদে শিবপুর কদমতলা বাস স্ট্যান্ড থেকে একটি পদযাত্রা কদমতলা পাওয়ার হাউস মোড়ে বিধানচন্দ্র রায়ের মূর্তির সম্মুখে এসে শেষ হয়। হাওড়া জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে এই পদযাত্রা হয়। ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি অসিত মিত্র, হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পলাশ ভাণ্ডারী, সহ-সভাপতি সেখ হাফিজুর রহমান প্রমুখ।

এক নজরে

পাক নাগরিক দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে

● চরম আর্থিক সংকটের জেরে আকাশ ছুঁয়েছে মুদ্রাস্ফীতি। যেকোনও দিন যে কোনও মুহূর্তে দেউলিয়া হিসেবে ঘোষণা হতে পারে গোটা দেশ। পাশাপাশি রয়েছে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা। এই অবস্থায় প্রাণ বাঁচাতে আগে ভাগেই পাকিস্তান ছাড়ছেন লাখ লাখ মানুষ। ইসলামাবাদের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম ছ'মাসে আট লাখের বেশি নাগরিক দেশ ছেড়েছেন। যা গত কয়েক বছরের মধ্যে রেকর্ড। দেশত্যাগীদের মধ্যে রয়েছেন চিকিৎসক, নার্স ও তথ্য প্রযুক্তি পেশাদার পাক বাসিন্দা।

বিস্তারিত ২-এর পাতায়

মোদীকে 'ধন্যবাদ' মমতার

● বাদল অধিবেশনের শুরু থেকেই মণিপুর ইস্যুতে উত্তাল সংসদের দুই কক্ষ। দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বিরোধীরা। সূত্রের খবর, এবার সংসদে বিজেপির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে চলেছে বিরোধীরা। 'ইন্ডিয়া' জোটের রাজনৈতিক দলগুলি এই কৌশল নিতে পারে বলে সূত্রের খবর। পাশাপাশি এদিনই বিজেপি 'ইন্ডিয়া' শিবিরের রাজনৈতিক দলগুলিকে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। অন্যদিকে, বাদল অধিবেশনে এদিনই ছিল বিজেপির প্রথম সংসদীয় দলের বৈঠক।

বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

নতুন নক্ষত্র সৃষ্টি মহাবিশ্বে!

● বিশাল এ মহাবিশ্বের সীমা-পরিসীমার কোনও হদিশ দিতে পারেননি মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। তাই মহাবিশ্বের কোথায় কি লুকিয়ে রয়েছে তাও অজানা। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কত না নতুন নতুন নক্ষত্রের সৃষ্টি হচ্ছে মহাজগতে। আর নাসার জেমস ওয়েব সেই সৃষ্টিকেই তুলে ধরছে বিশ্ববাসীর সামনে। জেমসওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের নতুন নতুন সব ছবি তোলার এক বছর পূর্তি উদযাপনে নাসা একটি নতুন সৃষ্টিকে তুলে ধরল। মার্কিন গবেষণা সংস্থা নাসা জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের পাঠানো একটি ছবি প্রকাশ করেছে সম্প্রতি।

বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

আপের সঙ্গে কংগ্রেসের সখ্যতা!

সোনিয়ার 'ইন্ডিয়া' বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিরোধী জোটের প্রথম বৈঠকেই তাল কেটে গিয়েছিল। কংগ্রেসের অর্ডিন্যান্স অবস্থান নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করেছিল আপ। এমনকী আপ সুপ্রিমো কেজরিওয়াল বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বৈঠক দ্বিতীয় বৈঠকের আগেই কংগ্রেস আম আদমি পার্টিকে সমর্থন দিতেই জোরদার হয় জোট। ২৬ বিরোধী দলের ঐক্যে গড়ে ওঠে 'ইন্ডিয়া'।

সেই 'ইন্ডিয়া'র মঞ্চকে আরও শক্ত হাতে বাধল সংসদে মণিপুর হিংসা ও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ। মণিপুরের ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্যসভা থেকে সাময়িক বরখাস্ত করার পর আপ সাংসদ সঞ্জয় সিংয়ের প্রতি সমর্থন দিয়েছেন সোনিয়া গান্ধী। কংগ্রেস হাইকম্যান্ডের বার্তা যে বিরোধী জোটকে আরও শক্তিশালী করবে, তা বলাই বাহুল্য। সংসদ চত্বরে কংগ্রেস সাংসদ সোনিয়া গান্ধী বলেন, আপনার সঙ্গে আমার সমর্থন রয়েছে। তিনি আজ আম আদমি পার্টির সাংসদ সঞ্জয় সিংকে পার্লামেন্টে মণিপুর ইস্যুতে বিরোধীদের আন্দোলন পরিচালনার প্রশংসা করেছেন। এই পদক্ষেপটি দুটি দলের মধ্যে নতুন বন্ধুত্বের সূচনা করবে বলেই অভিমত রাজনৈতিক মহলের। কংগ্রেসকে সরিয়ে দিল্লিতে ক্ষমতায় আসার পর থেকে আম আদমি পার্টির সঙ্গে একেবারেই সুসম্পর্ক ছিল না সোনিয়া-রাহুল গান্ধীদের। কিন্তু বিজেপি বিরোধী জোটের মঞ্চে তাদেরকে কাছাকাছি এনেছে।

এর পর দুয়ের পাতায়

শত বছরের উষ্ণতম মাস ২৩-এর জুলাই!

দাবি নাসার বিশেষজ্ঞদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বের সবথেকে উষ্ণতম মাস হতে চলেছে ২০২৩ সালের জুলাই! এমনই দাবি করেছেন নাসার এক বিশেষজ্ঞ। তাঁর মতে একশো বছরের মধ্যে উষ্ণতম মাসের শিরোপা উঠতে চলেছে ২০২৩ সালের জুলাই-এর মাথায়। নাসার বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, আমরা সারা বিশ্বে অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। যা আগে দেখা যায়নি।

শত বছরের মধ্যে এই জুলাই একেবারে স্বতন্ত্র। ইউরোপ, চিন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে তাপ তরঙ্গ লক্ষ্য করা গিয়েছে, তাতে পূর্বের সব রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে। নাসার জলবায়ুবিদ সম্প্রতি জানিয়েছেন, ২০২৩ সালের জুলাই মাসে সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে উষ্ণতম মাস হবে। শতশত, হাজার বছরের মধ্যেও ২০২৩-এর জুলাই-ই উষ্ণতম বলে তিনি জানান। এই মাসে ইতিমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মেইন ইউনিভার্সিটি দ্বারা চালিত সমস্ত পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে প্রতিদিনই নতুন নতুন রেকর্ড গড়ছে তাপমাত্রা। পূর্বের রেকর্ড ভেঙে প্রাথমিক অনুমান তৈরি করতে মডেলগুলি স্থল এবং উপগ্রহ ডেটা একত্রিত করছে।

নাসার জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা বলেন, আবহাওয়ার ধরনের এই পরিবর্তনের জন্য শুধুমাত্র এল নিনোকে দায়ী করা যায় না। যদিও এল নিনো একটি ছোটো ভূমিকা পালন করছে। আমরা যা দেখছি, তা হল সামগ্রিক উষ্ণতা। বিশেষ করে মহাসাগরগুলিকে আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি। আমরা অনেক মাস ধরে সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রা এমনকী গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের বাইরেও রেকর্ড-ব্রেকিং দেখছি। বিশেষজ্ঞরা বলেন, আমাদের অনুমান এই তাপের মাত্রা অব্যাহত থাকবে। কারণ বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস সম পরিমাণেই বর্তমান। এখন যা ঘটছে তা তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিচ্ছে। ২০২৩ সাল তাই রেকর্ডে সবথেকে উষ্ণতম বছর হবে। নাসার জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ৫০-৫০ সম্ভাবনার কথা বলেছেন।

এর পর দুয়ের পাতায়

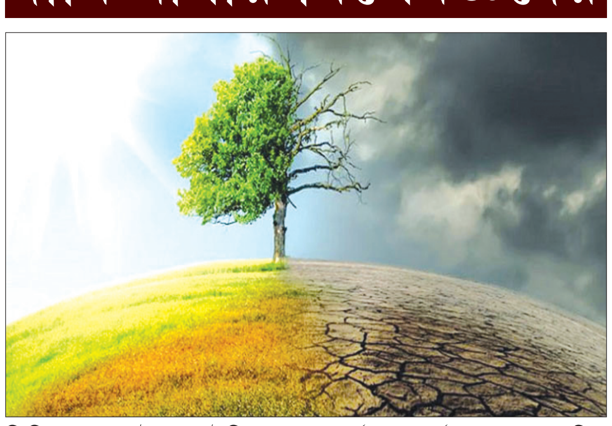

হিজাব ছাড়া মহিলার পোস্টার
বাতিল ইরানের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব

বিশেষ প্রতিনিধি: স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবে এক অভিনেত্রীর হিজাব ছাড়া ছবি পোস্টার ছাপানো হয়েছিল। তার জেরেই বাতিল হয়ে গেল গোটা উৎসব। ঘটনাটি ঘটেছে ইরানে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবটি হওয়ার কথা ছিল। নির্ধারিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে ইরানের শর্ট ফিল্ম অ্যাসোসিয়েশন (আইএসএফএ)-এর তরফে একটি পোস্টার প্রকাশ করে।

গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে নীতি পুলিশের লকআপে কুর্দি মহিলা মাহসা আমিনির মৃত্যুর অভিযোগকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ইরান। মহিলাদের পাশাপাশি দেশের বহু মানুষ মৃত্যুর প্রতিবাদ এবং হিজাবের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আন্দোলনকারীরা প্রকাশ্যে হিজাব ছিঁড়ে, মাথার চুল কেটে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল। সেই সময় আন্দোলনকারীরা পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন। ৫০০ জন

পোস্টারটিতে ইরানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সুদাম তাসলিমির একটি ছবি ব্যবহার করা হয়েছিল। ছবিটি নেওয়া হয়েছিল সুদামের ১৯৮২ সালের চলচ্চিত্র 'দ্য ডেথ অফ ইয়াজদগের্ড' চলচ্চিত্র থেকে। ছবিটিতে হিজাব ছাড়া দেখা যায় ইরানি অভিনেত্রীকে। আর তাতেই আপত্তি জানিয়েছে ইরান সরকার। পুরো উৎসব বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়। গত শনিবার ইরানের শর্ট ফিল্ম অ্যাসোসিয়েশন (আইএসএফএ)-এর তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ১৩তম স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসব বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে ইরানের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। হিজাব ছাড়া নারীর পোস্টার আইন লঙ্ঘন হয়েছে বলে সরকার মনে করছে বলে জানানো হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামিক বিপ্লব সংগঠিত হয়। এরপর ১৯৮২ সাল থেকে নারীদের হিজাব পরা বাধ্যতামূলক করে ইরান সরকার। কিন্তু হিজাব না পরার অভিযোগে

বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ ওঠে। ইরানি বিরোধী বিক্ষোভের জেরে প্রায় ২০ হাজারের বেশি আন্দোলনকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। যদিও একাধিক মানবাধিকার সংগঠনের তরফে মৃত্যু সংখ্যা আরও বেশি বলে দাবি করা হয়। ১৯৭৯ সালের পর ইরানে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ আন্দোলন।

মাঝে কয়েকদিন চুপ থাকার পর চলতি জুলাই মাস থেকে ফের ইরানের রাস্তায় শুরু হয়েছে হিজাব নজরদারি। নারীরা বাইরে বের হওয়ার সময় পোশাকবিধি যাতে মেনে চলে, তার উপর জোর দিয়েছে ইরান সরকার। কোনও মহিলা হিজাব না পরলে, তাকে সতর্ক করে দেওয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে এরপরেও না পরলে, কড়া শাস্তি দেওয়া হবে বলে সরকার জানিয়েছে। গত বুধবার তেহরানের একটি আদালত বিশিষ্ট অভিনেত্রী আফসানেহ বায়েগানকে একটি অনুষ্ঠানে হিজাব না পরার জন্য দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে।

লাখ লাখ পাক নাগরিক দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে

বিশেষ প্রতিনিধি: চরম আর্থিক সংকটের জেরে আকাশ ছুঁয়েছে মুদ্রাস্ফীতি। যেকোনও দিন যে কোনও মুহূর্তে দেউলিয়া হিসেবে ঘোষণা হতে পারে গোটা দেশ। পাশাপাশি রয়েছে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা। এই অবস্থায় প্রাণ বাঁচাতে আগে ভাগেই পাকিস্তান ছাড়ছেন লাখ লাখ মানুষ। ইসলামাবাদের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম ছ'মাসে আট লাখের বেশি নাগরিক দেশ ছেড়েছেন। যা গত কয়েক বছরের মধ্যে রেকর্ড। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, দেশত্যাগীদের মধ্যে রয়েছেন চিকিৎসক, নার্স ও তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞের মতো উচ্চশিক্ষিত ও পেশাদার পাক বাসিন্দা। যদিও পাক সরকারের দেওয়া এই তথ্য মানতে নারাজ দেশের সংবাদমাধ্যমগুলির একাংশ। তাঁদের দাবি, দেশত্যাগীর সংখ্যা আরও অনেক বেশি। কারণ অনেকেই অবৈধভাবে পাড়ি দিচ্ছেন ইউরোপ বা মধ্য এশিয়ায়। পাশাপাশি, এই ইস্যুতে উঠেছে তথ্য গোপনের অভিযোগ।

যদিও পাকিস্তান পরিসংখ্যান ব্যুরোর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জুন পর্যন্ত দেশ ছেড়েছেন ৮ লাখ ৩২ হাজার নাগরিক। এদের মধ্যে ৪ লাখ উচ্চ শিক্ষিত ও পেশাদার। যার মধ্যে আবার এক লাখের কিছু বেশি চিকিৎসক রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে উল্লেখ্য, গত বছর পাকিস্তান ছাড়েন ৭ লাখ ৬৫ হাজার বাসিন্দা। এদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিত ও পেশাদার ছিলেন এক লাখ কিছু বেশি পাক নাগরিক। কিন্তু এবার মেধা নিষ্ক্রমণের পরিমাণ একলাফে চারগুণ বেড়েছে। যা দেখে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে শাহবাজ শরিফ সরকারের তবে শুধু মূল পাক ভূখণ্ড থেকেই নয়, হিড়িক পড়েছে পাক অধিকৃত কাশ্মীর ছাড়ারও। চলতি বছরে দেশত্যাগীদের অর্ধেকের বেশি পঞ্জাব প্রদেশের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে সেখানকার অভিবাসন দফতর। এছাড়া পাক অধিকৃত কাশ্মীরের থেকে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন ২৭ হাজার মানুষ। ২০২০-তে কোভিড অতিমারী শুরু হওয়ার পর থেকেই পাকিস্তান ছাড়ার হিড়িক পড়ে যায়। সেবছর বিশ্বব্যাপী নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও দেশ ছাড়েন ২.৮ লাখ পাক নাগরিক। পরের বছর এই সংখ্যা কিছুটা কমেছিল। কিন্তু গত বছর ফের তা তিনগুণ বেড়ে যায়। ইসলামাবাদের তরফে দাবি করা হয়েছে, অধিকাংশ পাক নাগরিক সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মতো মধ্য এশিয়ার দেশগুলিতে আশ্রয় নিচ্ছেন। ইউরোপের মধ্যে পাকিস্তানের প্রথম পছন্দের দেশ হল রোমানিয়া।

বিশেষজ্ঞদের দাবি, ভেঙে পড়া অর্থনীতি, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদই উচ্চ শিক্ষিত পেশাদারদের পাকিস্তান ত্যাগের মূল কারণ। এছাড়া দ্বৈত নাগরিকত্বের সুবিধা রয়েছে পাকিস্তানে। পূর্বতন ইমরান খানের মন্ত্রিসভার অন্তত সাতজন মন্ত্রী ছিলেন বিদেশের নাগরিক। এই সুবিধাকেই কাজে লাগাতে চাইছেন আম পাক নাগরিকরা।

আফগানিস্তান-পাকিস্তানে বন্যা-ভূমিধসে মৃত ৪৪

বিশেষ প্রতিনিধি: ভারী বর্ষণের কারণে বন্যা-ভূমিধস আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে। এখনও পর্যন্ত ৪৪ জনের প্রাণ গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন অনেক। এর মধ্যে শুধুমাত্র আফগানিস্তানে প্রবল বন্যায় কমপক্ষে ৩১ জনের প্রাণহানি হয়েছে। নিখোঁজের সংখ্যা তার কয়েকগুণ বেশি। অন্যদিকে পাকিস্তানে ভারী বর্ষণ এবং ভূমিধসে ১৩ জন মারা গেছেন। আকস্মিক বন্যা আফগান রাজধানী কাবুল, ময়দান ওয়ারদাক এবং গজনি প্রদেশে আঘাত হেনেছে। আফগানিস্তানের দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র শফিউল্লাহ রহিমি রবিবার জানিয়েছেন, গত তিন দিনের বন্যায় কমপক্ষে ৩১ জন নিহত এবং ৭৪ জন আহত হয়েছেন। নিখোঁজ রয়েছেন ৪১ জন। তিনি বলেন, নিহতদের বেশিরভাগই পশ্চিম কাবুল ও ময়দান ওয়ারদাকের বাসিন্দা। বন্যায় প্রায় আড়াইশো গবাদিপশুও মারা গেছে।

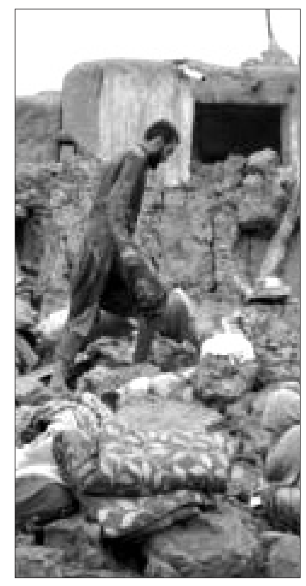

পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে মৌসুমি ভারী বর্ষণ ও ভূমিধসে ১৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন। আহত হয়েছেন সাতজন। এদের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় খাইবার পাখ তুনখোয়া প্রদেশে গত ৪৮ ঘণ্টার বৃষ্টিতে ৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মুখপাত্র তৈমুর খান বলেছেন, ভারী বৃষ্টিপাত ও বজ্রপাতের কারণে খাইবার পাখ তুনখোয়া প্রদেশে অন্তত ৭৪টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভারী বৃষ্টির কারণে পাহাড়ি এলাকায় আকস্মিক বন্যা দেখা দেওয়ায় প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ চিত্রাল জেলায় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে।

লিঙ্গ পরিবর্তন নিষিদ্ধ, পুতিনের দেশে আরও কোণঠাসা তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরা

মস্কো: রাশিয়ায় নিষিদ্ধ হল লিঙ্গ পরিবর্তন। একইসঙ্গে, লিঙ্গ নিশ্চিতকরণের সমস্ত পদ্ধতিকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। সোমবার এই বিষয়ে এক নতুন আইন স্বাক্ষর করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ইতিমধ্যেই রাশিয়ার ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল সেই দেশের এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়। এই নয়া আইন তাদের অধিকারের আন্দোলনের জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে। রুশ সংসদের উভয় কক্ষেই এই বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়েছে। বিলে বলা হয়েছে, লিঙ্গ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে যেকোনও চিকিৎসা নিষিদ্ধ। সেইসঙ্গে সরকারি নথি এবং রেকর্ডেও কেউ তাঁর লিঙ্গ পরিবর্তন করতে পারবেন না। শুধুমাত্র, জন্মগত কোনও অসঙ্গতিগুলির ক্ষেত্রে চিকিৎসাগত হস্তক্ষেপ করা যাবে।

এখানেই শেষ নয়। রূপান্তরকামীদের বিবাহ এবং তৃতীয় লিঙ্গের দম্পতিদের সন্তান দত্তক গ্রহণও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিল অনুযায়ী, লিঙ্গ পরিবর্তনকারীদের বিবাহ নিষিদ্ধ। ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিরা পালক পিতা-মাতাও হতে পারবেন না। ক্রেমলিন জানিয়েছে, রাশিয়ার 'ঐতিহ্যগত মূল্যবোধ' রক্ষা করতেই এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। রুশ আইনপ্রণেতাদের মতে, এই আইনটি রাশিয়াকে পাশ্চাত্যের 'পরিবার-বিরোধী মতাদর্শ' থেকে রক্ষা করবে। কয়েকজন রুশ সাংসদ তো এক কদম এগিয়ে লিঙ্গ পরিবর্তন 'স্যাটানিজম' বা 'শয়তানবাদের'র চর্চা বলেছেন।

প্রসঙ্গত, রাশিয়ায় এলজিবিটিকিউ সম্প্রদায়ের উপর দমন-পীড়ন শুরু হয়েছিল প্রায় এক দশক আগে। সেই প্রথম রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন রাশিয়ার 'ঐতিহ্যগত পারিবারিক মূল্যবোধ' ফিরিয়ে আনার উপর মনোযোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সমর্থন পেয়েছিলেন রুশ অর্থোডক্স চার্চেরও। ২০১৩ সালেই ক্রেমলিন এক নয়া আইন এনেছিল। সেই আইন অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে 'অপ্রথাগত যৌন সম্পর্ক' নিষিদ্ধ করেছিল। ২০২০-তে সাংবিধানিক সংস্কার করেছিলেন পুতিন। সমকামী বিবাহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। গত বছর পুতিন আরও এক বিল স্বাক্ষর করেছিলেন। সেই বিল প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যেও 'অপ্রথাগত যৌন সম্পর্ক' নিষিদ্ধ করেছিল। রাশিয়ায় এতদিন লিঙ্গ পরিবর্তনের অস্ত্রোপচার না করিয়েও, কেউ সরকারি নথিতে নিজেকে অন্য লিঙ্গের ব্যক্তি বলে দাবি করতে পারতেন।

কীভাবে পুষ্টিকর খাদ্য পাবে গোটা বিশ্ব? সম্মেলনে ৫ দফা প্রস্তাব হাসিনার

রাষ্ট্রপুঞ্জ: সারা বিশ্বে যাতে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা যায়, তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য সম্মেলনে পাঁচ দফা প্রস্তাব দিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সাহায্য করার আহ্বানও জানিয়েছেন তিনি।

সোমবার ইতালির রোমে রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সদর দফতরে এই বিশেষ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত হয়ে শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন, খাদ্য উৎপাদনকারী বিশ্বের ১০টি দেশের মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ। তিনি জানান, নিজেদের খাদ্যের সংস্থান যাতে বাংলাদেশ নিজেই করতে পারে, তার জন্য স্মার্ট কৃষি ব্যবস্থার বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। জরুরি পরিস্থিতির জন্য যাতে খাদ্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা যায়, তার জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোকে আহ্বান জানান তিনি।

কী কী সেই পাঁচ দফা প্রস্তাব?

১) আধুনিক কৃষিতে বিনিয়োগের জন্য বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দিতে হবে। উন্নয়ন ব্যাঙ্ক গঠন করতে হবে।

২) রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব যে 'ব্ল্যাক সি গ্রেইন ডিল' চালু করেছেন, তার সঙ্গে খাদ্য ও সার রফতানির ক্ষেত্রে জারি থাকা বিধি-নিষেধগুলো তুলে নিতে হবে।

৩) 'ফুড ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের দিকে নজর দেওয়ার কথাও বলেছেন শেখ হাসিনা।

৪) কৃষিশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে ন্যানো-প্রযুক্তি, বায়ো-ইনফরমেটিক্সের ব্যবহার প্রয়োজন বলে মনে করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

৫) প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশের খাদ্যের অপচয় হয় বলে উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা। তাঁর প্রস্তাব, এই অপচয় আটকাতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

মঙ্গলবার অর্থাৎ ২৫ জুলাই শেখ হাসিনা ইউরোপের ১৫টি দেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে 'আঞ্চলিক দূত সম্মেলনে' যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও ইতালিতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও অংশ নেবেন। পরের দিন অর্থাৎ ২৬ জুলাই বাংলাদেশে ফিরবেন শেখ হাসিনা।

বিবিধ

জ্ঞানবাপীও কি বাবরি হওয়ার দিকে এগোচ্ছে?

প্রথম পাতার পর

বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছিল যারা তারা কোনও শাস্তি পায়নি। তাদেরই উত্তরসূরিরা এবার হাত বাড়িয়েছে জ্ঞানবাপী মসজিদের দিকে। ফলে ১৫০০ সালে তৈরি বহু পুরনো এই স্থাপত্যটিরও যে বাবরির মতো পরিণতি হবে না, তার কোনও নিশ্চয়তা আছে কি? প্রশ্ন দেশের বিশিষ্টদেরও।

অন্যদিকে দেশের প্রথমসারির আইনজীবীদের একাংশও হিন্দুপক্ষ এবং এএসআই-এর জ্ঞানবাপী নিয়ে অতি সক্রিয়তায় উষ্মা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, পাঁচশো বছরেরও বেশি পুরনো ঐতিহাসিক এই স্থাপত্যের মূল্য অপরিসীম। তাই এত তাড়াহুড়ো করে এই স্থাপত্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিলে তা হবে আত্মঘাতী। তাঁদের আরও সংযোজন, দেশের মানুষকে যাতে আর একটা বাবরি দেখতে না হয়, আদালত আর কেন্দ্র সরকার সে বিষয়ে পদক্ষেপ করুক।

উষ্ণতম মাস ২৩-এর জুলাই!

প্রথম পাতার পর

তবে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা ৮০ শতাংশের বেশি সম্ভাবনা দেখছেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, "আমরা আশা করি যে ২০২৪ সাল আরও একটি উষ্ণতর বছর

হবে। কারণ এল নিনোর ইভেন্টটি এখন শুরু হতে যাচ্ছে। এটি এই বছরের শেষের দিকে শীর্ষে পৌঁছে যাবে। বর্তমানে বিশ্বে দাবানল এবং ভয়াবহ স্বাস্থ্য সতর্কতা জারি রয়েছে। তাপমাত্রার রেকর্ডবৃদ্ধির ফলে সেই সম্ভাবনা আরও বাড়বে।

ভারত পুনর্নির্মাণ করবে 'ইন্ডিয়া'! মোদীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন রাহুল

বিশেষ প্রতিনিধি: বিরোধী মঞ্চ 'ইন্ডিয়া'কে সন্ত্রাসী সংগঠন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন ও পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই মর্মে প্রধানমন্ত্রীকে একহাত নিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। টুইট নিশানায় তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, আপনার যা ইচ্ছা করে নিন, ভারতের ধারণা পুনর্নিমাণ করবে 'ইন্ডিয়া'ই।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে রাহুল গান্ধী বলেন, বিরোধী ফ্রন্ট মণিপুরের ক্ষত নিরাময় করতে যা করার করবে। এই 'ইন্ডিয়া'ই পুনর্নির্মাণ করবে গোটা ভারতকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিরোধী ফ্রন্ট 'ইন্ডিয়া'কে নিশানা করার পর রাহুল গান্ধী তীব্র প্রতিক্রিয়া দেন। রাহুল গান্ধী টুইটারে লেখেন, "আপনি যা খুশি করুন, মিস্টার মোদী। আমরা 'ইন্ডিয়া'। আমরা মণিপুরের ক্ষত নিরাময় করতে সাহায্য করব। মণিপুরের প্রতিটি মহিলা ও শিশুর চোখের জল আমরা মুছে দেব। আমরা সেখানকার সমস্ত মানুষের জন্য ভালোবাসা এবং শান্তি ফিরিয়ে আনব। আমরা মণিপুর থেকেই সমগ্র ভারতের ধারণা পুনর্নিমাণ শুরু করব।"

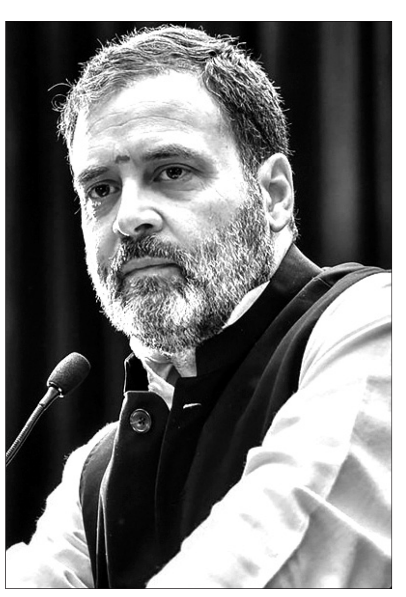

মণিপুর নিয়ে যখন সংসদ এপ্রকার অচল, তখন নই প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য এবং রাহুল গান্ধীর পাল্টা প্রতিক্রিয়া এসেছিল। মণিপুরে দুই আদিবাসী মহিলাকে নগ্ন হয়ে প্যারেড করানোর একটি ভয়ঙ্কর ভিডিও দেশের বুকে আলোড়ন তুলে দিয়েছিল। গোটা ভারতের ভাবনা ও সংস্কৃতিকে তা নাড়িয়ে দিয়েছিল। বৃহস্পতিবার সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরু হয়। তারপর থেকেই বিরোধীরা মণিপুর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য চাপ দিতে থাকে শাসক পক্ষকে। কেন্দ্র বলেছে তারা আলোচনার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু বিরোধীরা মণিপুর আলোচনার আগে সংসদে প্রধানমন্ত্রীকে বিবৃতি দিতে হবে বলে দাবি করেছেন।

বিরোধীরা এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সংসদে ভাষণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, তিনি সরকারের অবস্থান সামনে রাখতে প্রস্তুত, কিন্তু বিরোধীরা প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির দাবি থেকে সরে আসেননি। এদিকে ঐক্যবদ্ধ বিরোধী ফ্রন্টের 'ইন্ডিয়া' এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার পরিকল্পনা করেছে। বিরোধীদের 'ইন্ডিয়া' নামে নয়া মঞ্চ গড়ে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করার লক্ষ্য নিয়েছে। সেই 'ইন্ডিয়া'ই প্রধানমন্ত্রীকে মণিপুর ইস্যুতে বিবৃতি দেওয়ার দাবিতে সরব হয়েছে। আর রাহুল গান্ধী এবার বর্ষা অধিবেশনে যোগ দিচ্ছেন না সংসদে। কারণ তিনি একটি ফৌজদারি মানহানির মামলায় দোষীসাব্যস্ত হওয়ার পরে সাংসদ হিসাবে বরখাস্ত হয়েছে।

গুজরাটের একটি আদালতে দোষীসাব্যস্ত হওয়ার পরে তিনি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে কোনও পরিত্রাণ পাননি। এই মামলায় তার শাস্তির উপর স্থগিতাদেশ জারির দাবিতে তিনি এখন সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। সেই মামলার রায় এখনও দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট।

মায়াবতীর মুখে ভোট পরবর্তী জোটের কথা মিশন ২৪-এ কোন দিকে ঝুঁকে বিএসপি

বিশেষ প্রতিনিধি: ২০২৪-এর মহাসংগ্রামের আগে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল পক্ষ বেছে নিয়েছে। কেউ গিয়েছে ইন্ডিয়ার দিকে, কেউ এনডিএ-র দিকে। এখনও অনেক দল নিরপেক্ষ অবস্থানে রয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম বিএসপি। বিএসপি বা বহুজন সমাজ পার্টির সুপ্রিমো মায়াবতী এই পরিস্থিতিতে ভারসাম্যের রাজনীতিতে বার্তা দিলেন।

মায়াবতী জানালেন, তিনি ভোট পরবর্তী জোটের পক্ষে। চারটি রাজ্য তিনি ভোট পরবর্তী জোটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। তাহলে কোন পক্ষ নিচ্ছেন তিনি? সেই ইঙ্গিতও দিয়েছেন বিএসপি নেত্রী। তিনি বলেন, প্রান্তিক মানুষের উন্নতির জন্য 'জনহিতে কি মজবুর সরকার' থাকা দরকার। আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনের আগে দু-পক্ষই তাদের শক্তি প্রদর্শন করেছে। বিজেপি-নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স বা এনডিএ ৩৮টি দলের সমর্থন রয়েছে বলে দাবি করেছে। আর কংগ্রেসের নেতৃত্বে ২৬টি বিরোধী দল এক হয়েছে। তারা ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট ডেভেলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স বা ইন্ডিয়া নামে মঞ্চ গড়ে তারা প্রস্তুত বিজেপিকে উৎখাত করতে।

বহুজন সমাজ পার্টি বা বিএসপি এখনও পর্যন্ত উভয় জোট থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছে। মঙ্গলবার দু'টি রাজ্যে ভোট-পরবর্তী নির্বাচনের জন্য দরজা খোলা রাখার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। নয়াদিল্লিতে বিএসপির সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর বিএসপি সুপ্রিমো বলেছেন, ক্ষমতার ভারসাম্য, সংখ্যালঘু, দলিত ও সমাজের অনগ্রসর শ্রেণির উন্নতি নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা—এই চারটি রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের পর সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও মুসলমান তথা সংখ্যালঘুদের উন্নতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি শক্তিশালী জোট সরকার। অহংকারী সরকারের পরিবর্তে জনহিত কি মজবুর সরকার গঠন করতে হবে।

তাঁর কথায়, সরকারকে জনগণের কল্যাণে কাজ করতে হবে। তিনি তাঁর এই ভারসাম্যের মাধ্যমে ভারসাম্যের রাজনীতির বার্তা দিয়েছেন। তিনি সবার জন্যই দুয়ার খুলে রাখছেন। ভোটের ফলাফল দেখে তিনি তাঁর অবস্থান স্থির করবেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। মায়াবতীর দলের জারি করা বিবৃতিতে তেমনই আভাস মিলেছে।

বিজেপিকে কি হারাতে পারবে 'ইন্ডিয়া'

প্রথম পাতার পর

২০১৮ সালের ডিসেম্বরে ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের বিধানসভা নির্বাচনে জয় পেয়েছিল কংগ্রেস। এবারও ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে এই তিন রাজ্যের জয়কে ধরে রাখতে হবে কংগ্রেসকে। গতবার দেখা গিয়েছিল তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে জিতেও পাঁচ মাস পর লোকসভা নির্বাচনে তিন রাজ্যের স্কোরকার্ড ছিল বিজেপি ৬২, কংগ্রেস ৩। এবারও কংগ্রেসের কাছে দুটি রাজ্যের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে আশাবাদী হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। রাজস্থানেও এবার কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে।

কিন্তু রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনে ধরে রাখতে হবে। ২০১৯ সালের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে কংগ্রেসকে এগোতে হবে। মোদী বনাম গান্ধী প্রতিযোগিতা চলবে। কর্ণাটকে প্রচারাভিযানে রাহুল গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি যেমন গ্রহণযোগ্য হয়েছিল, ভারত গঠনের জন্যও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি জনমানসে পৌঁছে দিতে হবে। রাহুল-মমতাদের ইন্ডিয়াকে গুরুত্ব দিতে হবে জয়ের অঙ্কে। শুধু এনডিএকে আঘাত করলে হবে না, এনডিএ-কে পরাজিত করতে হবে। দেশে ১০টি এনডিএ-শাসিত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রয়েছে। সেখানে ২২৬টি লোকসভা আসন রয়েছে এবং সেই রাজ্যগুলির অনেকগুলিতে বিজেপি এবার নড়বড়ে। এছাড়া ১১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রয়েছে বিরোধী মঞ্চ ইন্ডিয়ার দখলে। সেখানে রয়েছে ২৪৩টি লোকসভা আসন। ২০১৯ সালে বিজেপি এই আসনগুলির প্রায় অর্ধেক জিতেছিল। এবার সেখানে বিরোধীদের আধিপত্য বিস্তার করতে হবে। আর রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, ওড়িশায় রয়েছে ৬৩টি আসন। এই তিনটির কোনওটিতেই বিজেপি বা বিরোধীরা তেমন দাঁত ফোটাতে পারবে না। এখন জটিল অঙ্ক দাঁড়াচ্ছে বিজেপির ১৬ রাজ্য বনাম 'ইন্ডিয়া'র ১১ রাজ্যের লড়াইয়ে। এবার নজর থাকবে রাজনৈতিক মহলের। এখন দেখার এই ২৭ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ফলাফল ২০২৪-এ কোন দিকে যায়!

মডেল পঞ্চায়েত গড়বে আইমা

প্রথম পাতার পর

সিদ্ধান্ত অনুষ্ঠিত ওই পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে আইমা সুপ্রিমো বলেন, "ভোট না দিলেও আইমার সভায় বহু মানুষের উপস্থিতি এটাই প্রমাণ করে যে, আইমার জনসমর্থন এখনও অটুট আছে। আইমা প্রথম থেকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, আগামীদিনেও থাকবে।"

তবে এদিনের সভা থেকে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট লুঠের মারাত্মক অভিযোগ করেন আইমা সুপ্রিমো। তিনি বলেন, "কোনও জায়গায় প্রকাশ্যে, কোনও জায়গায় চুপিসারে বা রাতের অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে ব্যালট বাক্স সরিয়ে ফেলেছে তৃণমূলের গুণ্ডারা। মানুষকে ভয় দেখিয়ে, ছাপ্পা ভোট করে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা যায় না। ৩৪ বছরের শিকড় গেঁড়ে বসা সিপিএমকে উচ্ছেদ করতে আমাদের বেশি সময় লাগেনি। তৃণমূল নেতৃত্ব যেন এই কথাটা মাথায় রাখে।" যেসব জায়গায় আইমার প্রার্থীরা হেরে গিয়েছেন, সেই হারের মধ্যে কোনও গ্লানি নেই বলে মনে করেন সৈয়দ রহুল আমিন ভাইজান। কারণ, আইমা টাকা দিয়ে ভোট কেনেনি। স্রোতের বিপরীতে গিয়ে লড়াই করেছে সংগঠনের কর্মীরা। মত ভাইজানের। তাই তাঁর মন্তব্য, হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। একদিনেই সাফল্য পাওয়া যায় না। অনেক লড়াই করে আজ আইমা একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে। প্রথমবার ভোটে লড়তে নেমেই আইমার একজন প্রার্থী জিতেছেন। এভাবেই আইমা এগিয়ে চলবে সামনের দিকে।

আপের সঙ্গে কংগ্রেসের সখ্যতা!

প্রথম পাতার পর

আর বিরোধী জোটের মঞ্চ 'ইন্ডিয়া'র হয়ে সম্মিলিত প্রতিবাদ তাদের আরও কাছে এনে দিয়েছে। 'ইন্ডিয়া' জোটের সদস্যরা সংসদের বাইরে তাঁবু খাটিয়েছেন। লোকসভা এবং রাজ্যসভা উভয় কক্ষেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতি দাবিতে স্বর চড়েছে। এই ঘটনায় রাজসভা থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় আপ সাংসদ সঞ্জয় সিংকে। প্রতিবাদে মঙ্গলবার রাতে গান্ধী মূর্তির কাছে মোমবাতি জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।

এই অবস্থায় একটি ভিডিও টুইট করেছেন আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং। তিনি টুইটে লেখেন, "প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধী আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং মণিপুর হিংসার বিরুদ্ধে 'ইন্ডিয়া' দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনের বিষয়ে তিনি বলেন, আমার সমর্থন আপনার সঙ্গে রয়েছে।" মণিপুরের জন্য প্রধানমন্ত্রীর হাতে দাঁড়িয়েছিল আম আদমি পার্টি থেকে শুরু করে কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএমসহ সমস্ত বিরোধী দলের নেতারা। তাঁদের দাবিতে জুড়ে গিয়েছিল আপের রাজ্যসভা সাংসদকে ফিরিয়ে আনার বিষয়টিও। এই ইস্যু ইন্ডিয়া জোটকে আরও শক্তিশালী ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে বলেই অভিমত বিশেষজ্ঞদের।

উল্লেখ্য, মণিপুর নিয়ে সংসদ উত্তাল করেছে শুধু ক্ষমতায় নয় বিরোধী মহাজোট। তাঁরা এই বিষয়ে সংসদের উভয়কক্ষে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি পেশ করে এবার অনাস্থা প্রস্তাবের পেশ করেছেন। শুক্রবার অনাস্থা প্রস্তাবের উপর ভোটাভুটি হবে। সেখানেই 'ইন্ডিয়া' জোটকে তুলে ধরা অন্যতম লক্ষ্য বিরোধী দলগুলোর।

ভোট পরবর্তী পর্যালোচনাসভায় একযোগে তৃণমূল-বিজেপিকে আক্রমণ আইমা সুপ্রিমোর

নিজস্ব প্রতিনিধি: পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষ হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় প্রত্যাশিত না হলেও, প্রথমবার লড়ে ভালো ফল করেছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। এবার জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে নির্বাচন পরবর্তী পর্যালোচনাসভা করলেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। কোলাঘাটের সিদ্ধা অঞ্চল ছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার উদয়চকে এই নির্বাচন পরবর্তী পর্যালোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও পাঁশকুড়ায় আগামী পৌর নির্বাচনকে সামনে রেখে সম্প্রতি একটি সাংগঠনিক সমাবেশ করেন আইমা সুপ্রিমো। এইসব সভা থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরেন ভাইজান। উদয়চকের সভা থেকে একটা বিষয় তিনি পরিষ্কার করে দেন, অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন যে লড়াইয়ে নেমেছে সেটা নীতি ও আদর্শের লড়াই। ফলে পার্থিব হার-জিত আইমার লড়াইয়ে কোনওরকম প্রভাব ফেলবে না বলে দাবি করেন তিনি।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদের যে ভরাডুবি হয়েছে তার পিছনে রয়েছে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে ধর্তব্যের মধ্যে না আনা, তাদেরকে বঞ্চিত করা। অভিমত আইমা সুপ্রিমোর। তিনি মনে করেন, তৃণমূল নেতাকর্মীদের বোঝা উচিত, মুসলমানরা তাদের পাশ থেকে সরে গেলে ঝাণ্ডা ধরার লোক পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে না। এরই পাশাপাশি আইমার কর্ণধার জানান, আইমার উদ্যোগে উদয়চক পঞ্চায়েতকে রাজ্যের মধ্যে একটি মডেল পঞ্চায়েত হিসাবে গড়ে তোলা হবে, আগামীতে পশ্চিমবঙ্গে যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক তারা এই মডেলকে অনুসরণ করতে বাধ্য হবে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে আইমা যতগুলো আসন জিতেছে তার মধ্যে উদয়চকেই সংখ্যাটা বেশি।

ইতিমধ্যেই আইমার দেখানো পথে পবিত্র রমজান মাসে রেশনিংয়ের ব্যবস্থা করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। প্রতি বছর রমজান মাস আসলেই খুব অল্প দামে ছোলা ও চিনি সহ ইফতারির যাবতীয় সামগ্রী গরিব মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় আইমার পক্ষ থেকে। মডেল পঞ্চায়েত নিয়ে বলতে গিয়ে এই প্রসঙ্গটিও তুলে ধরেন ভাইজান। অন্যদিকে কোলাঘাটের সিদ্ধায় নির্বাচন পরবর্তী পর্যালোচনা সভা থেকে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগড়ে দেন তিনি। তৃণমূলের সূক্ষ্ম সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সমালোচনা করে ভাইজান বলেন, ‘‘আইমার মধ্যে কোনও গ্লানি নেই কারণ, আইমাকে ধর্মের নামে রাজনীতি করতে হয় না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে এবং বিজেপিকে ঠেকানোর কথা বলে তৃণমূল কংগ্রেস বাংলায় যে রাজনীতির আমদানি করেছে, তা আর এক ধরনের সাম্প্রদায়িকতা। এই রাজনীতিকে আমরা ঘৃণা করি।’’

আরও একধাপ এগিয়ে তিনি বলেন, ‘‘সন্ত্রাস করে বা ভোট চুরি করে আইমা জেতেনি। কিন্তু যারা ছাপ্পা মেরে, ভয় দেখিয়ে মানুষের ভোট লুঠ করেছে, আগামী দিনে তারা মুখ থুবড়ে পড়বে।’’

এরই পাশাপাশি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকেও একহাত নেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। মণিপুরের দু’জন কুকি মহিলাকে নগ্ন করে রাস্তায় ঘোরানোর প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন তিনি। অবিলম্বে সেখানকার বিজেপি সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন। যে বর্ণহিন্দুরা নিম্নবর্গের হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চালায়, ভোটের সময় সেই বর্ণহিন্দুদের জিতিয়ে আনে এই নিম্নবর্গের হিন্দুরাই, এভাবেই তাদের মগজ ধোলাই করে চলেছে বিজেপি। মন্তব্য আইমা সম্পাদকের। তাই এদের থেকে সবসময় দূরত্ব বজায় রাখার পরামর্শ দেন তিনি। ভাইজানের এই সভাগুলোতে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এইসব পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের নানান ক্ষেত্রের বিশিষ্ট নেতৃবর্গও। তাঁরাও সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধায় হিন্দু ভাইরা যোগ দিলেন আইমাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুর

জেলায় শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে বেশ কিছু আসন ছিনিয়ে নিয়েছেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন সমর্থিত নির্দল প্রার্থীরা। তার বাইরেও বহু আসনে তৃণমূলের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিয়েছেন তাঁরা। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের এই সাফল্যে স্বভাবতই উৎফুল্ল সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা। অন্যদিকে আইমার এই উত্থান কাঁপন ধরিয়েছে শাসকদলের বহু নেতানেত্রীর বুকে। ফলে আইমাকে এখন অনেকেই সমীহ করতে শুরু করেছেন। তবে আইমার কর্মীদের কাছে এখন সবচেয়ে যেটা খুশির খবর তা হল, প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু মানুষ আইমার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন যে মুসলিমদের কোনও সংগঠন নয়, এটা বুঝতে পারছেন প্রতিবেশী সমাজের মানুষ। তাছাড়া হিন্দু, মুসলমান নির্বিশেষে একমাত্র আইমাই পারে মানুষের ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে আনতে; এই বোধটাও তাঁদের মধ্যে পোক্ত হচ্ছে। ফলে প্রতিবেশী সম্প্রদায় থেকে দলে দলে মানুষ এসে ঝুঁকছেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের দিকে। তাঁরা যোগ দিচ্ছেন আইমাতে। সংগঠনের সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে আইমার সৈনিকরাও তাঁদের বরণ করে নিচ্ছেন সানন্দে। এবার তেমনই এক যোগদান পর্ব সম্পন্ন হল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সিদ্ধা অঞ্চলে। গত ২৩ জুলাই রবিবার সেখানে আইমার এক ঘরোয়া সভাতে উপস্থিত হয়ে আইমা সংগঠনে নাম লেখালেন শিশুতোষ বেরা, বিশ্বজিৎ রায়, সুবল চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্টরা। আইমা সংগঠনের কার্যকলাপ দেখেই তাঁরা এই সংগঠনে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

আইমাতে যোগ দিয়ে প্রথমেই তাঁরা ধন্যবাদ জানান সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানকে। কারণ আইমার মাধ্যমে তাঁদেরকে মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন ভাইজান। তাই আগামী দিনে সংগঠনকে শক্ত হাতে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পণ করেছেন তাঁরা। এই যোগদান পর্বে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

দুস্থ কন্যার বিয়েতে উপঢৌকন দিল মহিষাদল আইমা টোটো ইউনিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহিষাদল আইমা টোটো ইউনিয়ন। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সাধারণ মানুষের কাছে এক পরিচিত নাম। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের এই ইউনিটটি যে কোনও সমস্যায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঝড়বৃষ্টি, রোদ, তুফানকে তোয়াক্কা না করেই আইমার এই ইউনিটের সৈনিকরা ঝাঁপিয়ে পড়েন মানুষের বিপদে। যেখানেই অসহায় মানুষের চোখের জল ঝরে সেখানেই তাদের চোখের জল মোছানোর জন্য পৌঁছে যায় আইমার দলবল। মোদ্দা কথা হল, অসহায়, দুস্থ, গরিব মানুষের জন্য সবসময় প্রাণ কাঁদে আইমার কর্মীদের। ফলে তাঁদের কাছে কোনও গরিব মানুষের সমস্যা বা অসহায়ত্বের কথা পৌঁছলে আইমার সৈনিকরা কাল বিলম্ব না করে পৌঁছে যান সেই অসহায় মানুষটির কাছে। সাধ্যমতো তাঁর পাশে থাকেন তাঁরা। এবার যেমন নাটশাল-২ অঞ্চলের সতীশ সামন্ত হল্টের কাছে বসবাসরত একটি অসহায় কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন মহিষাদল আইমা টোটো ইউনিয়নের সদস্যরা। ওই পরিবারের হাতে তাঁরা বিবাহের উপঢৌকন তুলে দিলেন। মহিষাদল আইমা টোটো ইউনিয়নের এই উদারতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছে পরিবারটি। একইসঙ্গে তাঁরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের প্রতি।

মহিষাদল আইমা টোটো ইউনিয়নের পক্ষ থেকে অসহায় কন্যাদায়গ্রস্ত ওই পরিবারের হাতে উপঢৌকন তুলে দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইমা নেতৃত্ব মহাম্মদ হোসেন সহ ওই ইউনিটের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ। তাঁদের এই মহতী উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশংসিত হয় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে। সকলেই মহিষাদল আইমা টোটো ইউনিয়নের সদস্যদের বাহবা জানান।

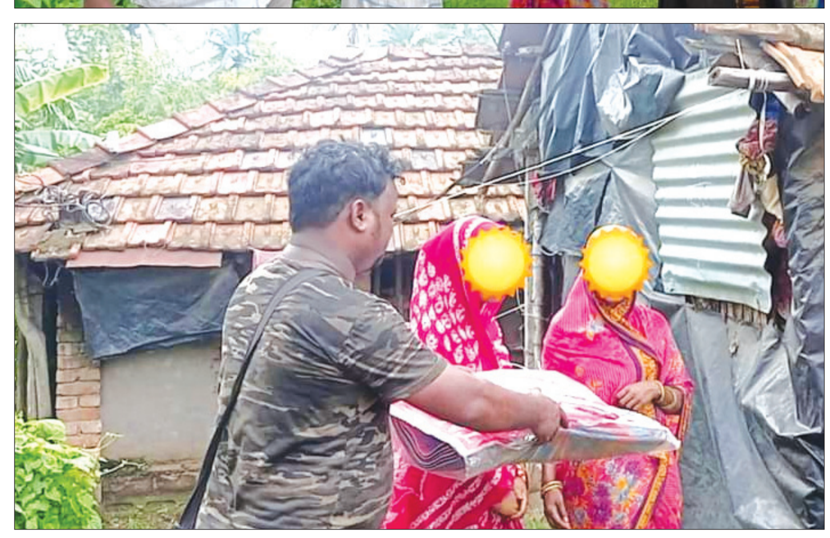

মানবতার নজির ! অসুস্থ কর্মীকে দেখতে কোলাঘাটে আইমার প্রতিনিধিদল

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজনৈতিক নেতারা যখন শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্য রাজনৈতিক স্বার্থ নিয়ে কর্মীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, ঠিক তার উল্টো দিকে মানবতাকে সঙ্গী করে অসুস্থ কর্মীর পাশে দাঁড়িয়ে যান অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। নিছক জোলো রাজনীতি নয়, বরং মানবিকতার তাগিদ থেকেই তাঁরা এই কাজ করেন। মানুষ সমস্যায় পড়লে যেমন সবসময় তাঁদের পাশে থাকেন আইমার কর্মীরা, তেমনই সংগঠনের সদস্যদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। এই নীতিবোধের শিক্ষা তাঁরা পেয়েছেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা প্রতাপপুর দরবার শরিফের পির আল্লামা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেবের কাছ থেকে। তাছাড়া এই শিক্ষাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার আদর্শ আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানেরই কাছ থেকেই পাওয়া। ফলে একটা ব্যাপারে আইমার কর্মীরা আর সবার থেকে এগিয়ে। তা হল, সংকীর্ণ

স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে মানবতাবাদী হয়ে ওঠা। সম্প্রতি তেমনই মানবতার ছবি দেখা গেল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কোলাঘাট ব্লকের বয়াডাঙ্গী গ্রামে। সেখানে আইমার একনিষ্ঠ কর্মী সাজাহান সাহেব অসুস্থ হয়ে বাড়িতে পড়ে রয়েছেন। কিন্তু আইমার সদস্যরা ভোলেননি সংগঠনের এই লড়াকু সৈনিকের কথা। তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন আইমার একটি প্রতিনিধিদল। অসুস্থ কর্মীকে দেখতে গিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন তাঁরা। পাশাপাশি তাঁর সুস্থতা কামনা করেন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। এছাড়া তাঁর আরোগ্য কামনা করে আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের শুভেচ্ছাবার্তা পৌঁছে দেন তাঁর কাছে। আইমার প্রতিনিধিদল তাঁকে দেখতে যাওয়ায় দারুণ খুশি সাজাহান সাহেব।

ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীকে আর্থিক সাহায্য মালগুদাম আইমা ইউনিটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবার মানবতার অনন্য নজির স্থাপন করল ওড়িশার মালগুদাম আইমা ইউনিট। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের এই ইউনিটটির পক্ষ থেকে ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত এক রোগীর পরিবারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হল। মালগুদাম আইমা ইউনিটের সদস্যরা রোগীর বাড়ি গিয়ে তাঁর পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্যের চেক তুলে দেন। আইমার এই মানবতায় মুগ্ধ হয়ে মালগুদাম আইমা ইউনিটের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন রোগীর পরিবারের সদস্যরা। একইসঙ্গে যাঁর নির্দেশে এই মহতী কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আইমার সৈনিকরা, সংগঠনের সেই সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানান তাঁরা। এছাড়া মালগুদাম আইমা ইউনিটের এই মানবিকতার প্রশংসা করেছেন স্থানীয় অঞ্চলের অধিবাসীরাও।

কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াল বেলডাঙা আইমা ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি: একের পর এক মানবিকতার নজির গড়ে ইতিমধ্যেই সংবাদের শিরোনামে এসছে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বেলডাঙা আইমা ইউনিট। সেই ধারা বজায় রেখে আরও একবার মানবিক হয়ে উঠলেন আইমার এই ইউনিটের সৈনিকরা। এক অসহায় কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে আর্থিক সহায়তা দিলেন। শুধু এইটুকু করেই তাঁরা দায় সারলেন না, সর্বতোভাবে ওই পরিবারের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতিও দিলেন।

অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা

আইমা ইউনিট কন্যাদায়গ্রস্ত অসহায় ওই পরিবারটির পাশে দাঁড়ায়। বেলডাঙা বড়ুয়া গ্রামের অধিবাসী অসহায় ওই পরিবার। মেয়ের বিয়ের বয়স হয়ে গেলেও অর্থের অভাবে তাকে পাত্রস্থ করতে পারছিলেন না তাঁরা। অবশেষে মুশকিল আসান হয়ে দেখা দিলেন বেলডাঙা আইমা ইউনিটের সৈনিকরা। আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন তাঁরা ওই পরিবারটির দিকে। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার হাতে নগদ অর্থ তুলে দিলেন। এই মহতী কর্মযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন বেলডাঙা আইমা ইউনিটের একনিষ্ঠ কর্মী আয়েচ নবী সেখ এবং বেলডাঙা আইমা ইউনিটের সৈনিকরা। তাঁদের এই প্রয়াস সাড়া ফেলে দিয়েছে আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চলে। সবাই বেলডাঙা আইমা ইউনিটের এই কাজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পাশাপাশি অসহায় পরিবারটি ধন্যবাদ জানিয়েছে আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানকে, বিপদের দিনে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য।

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
৯ মহরম ১৪৪৫ হিজরি ○ ২৮ জুলাই ২০২৩ ○ ১১ শ্রাবণ ১৪৩০ ○ শুক্রবার

ধিক্কার

মণিপুরে কুকি সম্প্রদায়ের দু'জন মহিলাকে নগ্ন করে রাস্তায় ঘোরানো ও তাঁদের একজনকে ধর্ষণ করে, তাঁর বাবা এবং ভাইকে খুন করে অত্যন্ত 'বাহাদুরি'র পরিচয় দিয়েছে বলে যারা মনে করছে, তাদের জন্য একরাশ ঘৃণা ছাড়া এই মুহূর্তে আর কোনও কিছুই ভাবা যাচ্ছে না। লজ্জা পাওয়া উচিত এইসব নপুংসকদের। তার সঙ্গে এই ধর্ষকদের কঠিনতম শাস্তি না হলে ভারতীয় বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা হারিয়ে যাবে। সাহস বেড়ে যাবে কুকর্মকারীদের। মণিপুরে যে জঘন্য ঘটনা ঘটিয়েছে মেইতেই সম্প্রদায়ের ওই গুণ্ডারা, কোনওমতেই তার ক্ষমা নেই। পৌনে তিন মাস আগে ঘটে যাওয়া এই ঘটনার দায় নিয়ে মণিপুরের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত। কারণ, ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার তিনি হারিয়ে ফেলেছেন তখনই, যখন তাঁর প্রশাসন ঘটনার কথা জেনেও অপরাধীদের আড়াল করতে চুপ করে বসেছিল।

তবে এবার মণিপুরে ঘটনায় মুখ খুলে দারুণ 'কর্তব্যবোধে'র পরিচয় দিলেন আমাদের অতি বোদ্ধা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। এতদিন ধরে দেশের জ্বলন্ত ইস্যুগুলো নিয়ে মৌনব্রত পালন করেছিলেন মাননীয় মোদীজি। বিরোধীরা নানা ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করে মুখে ফেনা তুলে ফেললেও, স্পিকটি নট ছিলেন তিনি। বরং কীভাবে পুরনো ইস্যু ধরে কংগ্রেসকে আক্রমণ করা যায় সেই বিষয়েই বেশি ব্যস্ত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু সম্প্রতি মণিপুর ইস্যুতে মুখ খুলে আমাদের কৃতার্থ করলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির দাবিতে বিরোধীদের চিলচিৎকার শুনে মনে হত, তাঁর চারপাশে হয়তো এতটাই মোটা আবরণ রয়েছে যে, মোদীর গায়ে বিরোধীদের বাক্যবাণ হুল ফোটাতে পারছে না। তবে মণিপুর ইস্যুতে ৭৮ দিন পর মৌন ভেঙে মোদীজি মুখ খুলে সেই অপবাদ ঘোচালেন। তিনি বললেন ঠিক দুই মিনিট। দুই মিনিটের এই 'দীর্ঘ' সময়ে মোদী জানালেন, মণিপুরের ঘটনা দেশের ১৪০ কোটি মানুষের মাথা নীচু করে দিয়েছে। তবে তিনি যে এই ঘটনায় খুব একটা লজ্জা পেয়েছেন সেটা দেখে মনে হল না। বরং বাকি সময়টুকু মোদী কংগ্রেসশাসিত রাজ্যগুলো এবং বাংলা ও বিহারের নারী নির্যাতন নিয়ে গর্জে উঠলেন। মণিপুরের ঘটনার সঙ্গে রাজস্থান, ছত্তিশগড়, বিহার ও বাংলার নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গ তুলে ধরে নিজেকে হাস্যকরই করে তুললেন না, উপরন্তু তাঁর দল বিজেপি দেশের নারীসমাজকে কোন চোখে দেখে, তার একটা চিত্রও পরিষ্কার করে দিলেন। দেশের প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা পালন না করে সস্তার রাজনীতি করতে গিয়ে মোদী বুঝিয়ে দিলেন, মণিপুরের ঘটনায় দেশের মাথা যতই হেঁট হোক না কেন, তাতে তাঁর কিস্যু যায় আসে না। নির্লজ্জ গদি মিডিয়াও প্রধানমন্ত্রীর এই ভূমিকার নিন্দা করা দূরে থাক, অবিজেপিশাসিত রাজ্যে নারীরা কতটা অসুরক্ষিত সেই তথ্য খুঁড়ে বার করার নেশায় মেতে উঠল।

শোনা যাচ্ছে মণিপুরের এই জঘন্য এবং ন্যক্কারজনক ঘটনার কথা আগে থেকেই জানত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। কিন্তু তারা কেন চুপ করে বসেছিল, সেটাও এক রহস্য। পশ্চিমবঙ্গে ভোটে হিংসার ঘটনায় যখন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন রাজ্যে দফায় দফায় প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে, বিজেপি কর্মীদের মৃত্যুতে তাদের প্রাণ কাঁদছে এবং নির্বাচিত রাজ্য সরকারকে অশান্তি নিয়ে তারা জবাবদিহি করতে বাধ্য করছে, তখন মণিপুরের ঘটনায় তাদের সেই দায় কোথায়! রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, যিনি কথায় কথায় রাজ্য সরকারকে বিব্রত করার পণ নিয়েছেন, মণিপুরের বেলায় তাঁর গলার স্বর হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল কেন?

দেশের সংখ্যালঘু, শিশু ও নারীকল্যাণ মন্ত্রী শ্রীমতী স্মৃতি ইরানি মহোদয়া একবার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে মেয়েদের সুরক্ষা দিতে না পারার জন্য চুড়ি উপহার পাঠিয়েছিলেন। বিষয়টা খুব পরিষ্কার। আজ দেশের মধ্যে নারীরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলোতেই। এই তথ্য কেন্দ্র সরকারেরই দেওয়া। নারী সুরক্ষায় ব্যর্থ বিজেপিশাসিত রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারের প্রধানকে কি চুড়ি পাঠাবেন বিবেকের দংশনে আহত স্মৃতি ইরানি? যে দল এবং তার সমর্থকরা প্রকাশ্যে এবং গোপনে ধর্ষকদের পাশে দাঁড়ায়, তাদের কাছে এই প্রশ্ন তোলা বাতুলতা মাত্র। কারণ, কুলদীপ সিং সেঙ্গার, ব্রিজভূষণ শরণ সিং তো এই দলেরই প্রতিনিধি। এদের কাছে এর বেশি আর কী আশা করা যায়! ফলে এদের জন্য ধিক্কারটুকুই তোলা থাক।

● ● ● ● ● ●

পৃথিবী-মহাকাশ যেভাবে ধ্বংস হবে

পবিত্র কোরানের বহু আয়াতে পৃথিবী ও মহাকাশ ধ্বংসের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ইসলামি বিশ্বাস অনুযায়ী, কেয়ামতের ছোটো-বড়ো অনেক আলামত রয়েছে। সব আলামত প্রকাশ পাওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ে হজরত ইসরাফিল আ. শিঙায় ফুৎকার দেবেন। আল্লাহর আদেশ পাওয়া মাত্র তিনি দায়িত্ব পালন করবেন। তাঁর দেওয়া ফুৎকারেই ধ্বংস হবে সবকিছু। পবিত্র কোরানে ইরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হবে।' (সূরা কাসাস— ৮৮)

ইসরাফিল আ.-এর শিঙায় ফুৎকার দেওয়ার দিন সকালে লোকেরা আপন আপন কাজে ব্যস্ত থাকবে। হঠাৎ সূক্ষ্ম তবে দীর্ঘ একটি আওয়াজ সবাই শুনতে পাবে। সব স্থানের মানুষ সমানভাবে এই আওয়াজ শুনবে। সবাই অবাক হয়ে চিন্তা করবে— এই আওয়াজ কীসের? কোথা থেকে আসছে? সে আওয়াজ ক্রমেই হালকা থেকে কঠিন ও বজ্রপাতের মতো উঁচু ও তীব্র হতে থাকবে। এর কারণে মানুষের মাঝে ভীষণ অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা দেখা দেবে। যখন আওয়াজ পুরোপুরি তীব্র হয়ে যাবে তখন মানুষ ভয়ে ছোটাছুটি করতে থাকবে। যার যার কাজ ফেলে পরিবারের লোকদের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু পরিবার বা আপনজনদের সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।

আল্লাহতায়ালা বলেন, 'তারা তাদের সম্পদের অসিয়ত করার এবং নিজেদের পরিবারের কাছে ফিরে আসার অবকাশও পাবে না।' (সূরা ইয়াসিন— ৪৯)

হাদিসে এসেছে, 'কেয়ামত অবশ্যই কায়েম হবে। তা এমন সময় যে, কাপড়ের দোকানে ক্রেতা-বিক্রেতার সামনে কাপড় দেখানোর জন্য মেলে ধরবে, কিন্তু দরদামও শেষ করতে পারবে না, কাপড় গুটাতেও পারবে না; এক ব্যক্তি দুধ দোহন করে ঘরে নিয়ে বসবে, কিন্তু তা পান করতে পারবে না; এক ব্যক্তি হাউজ মেরামত করবে, কিন্তু তা থেকে পানি পান করতে পারবে না; এক ব্যক্তি লোকমা তুলবে, কিন্তু তা মুখে দিতে পারবে না এমন অবস্থায় কেয়ামত কায়েম হবে।'

(বুখারি— ৬৫০৬)

অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে থাকবে, এমন সময় আকস্মিকভাবে পৃথিবী ধ্বংসের বাঁশি বেজে উঠবে। বিপদ-আপদে পরস্পরে জড়িয়ে থাকাই প্রাণীকুলের স্বভাব। তাই পশুরা ভয়ে সব একত্রিত হয়ে যাবে। বর্ণিত হয়েছে, 'তখন বন্য পশুরা এক জায়গায় সমবেত হয়ে যাবে।' (সূরা তাকবির— ৪)

সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে ইসলামের শিক্ষা

ড. এ কে এম মাকসুদুল হক

দেশে দেশে নানা উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্নভাবে সন্ত্রাসী তৎপরতা চলছে। কোথাও স্বাধীনতা অর্জনে, কোথাও বা আর্থ-রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতাদর্শ প্রতিষ্ঠায়, আবার কোথাও আঞ্চলিক, গোষ্ঠীগত বা জাতিগত অধিকার আদায়ে বা প্রাধান্য বিস্তারে সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। নিরীহ ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় কাঠামো পর্যন্ত আক্রান্ত হচ্ছে সন্ত্রাসের হিংস্র থাবায়।

▶▶ সন্ত্রাসবাদ—একটি পর্যালোচনা

সংজ্ঞা— 'জঙ্গ' ফারসি শব্দ। এর অর্থ যুদ্ধ। সে অর্থে যোদ্ধাকে জঙ্গি বলা যেতে পারে। তবে বাংলা ভাষায় এর অনুপ্রবেশ ঘটে সাহিত্যের মাধ্যমে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্যভিত্তিক যুদ্ধবিষয়ক কাব্যচর্চার প্রচলন ছিল। এইসব কাব্যকে 'জঙ্গনামা' বলা হত। তবে বিশেষভাবে কারবালার যুদ্ধ এবং তার মর্মান্তিক বিষয় নিয়ে রচিত কাব্যই 'জঙ্গনামা' নামে পরিচিত। কাজেই পরোক্ষভাবে 'জঙ্গ' শব্দের সঙ্গে ইসলামের ইতিহাসের একটি সাহিত্যিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে গেছে। সেই সূত্রে সম্ভবত ইসলামের নামে কেউ সশস্ত্র তৎপরতায় অবতীর্ণ হলে তাকে জঙ্গি আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। তবে এখন 'জঙ্গিবাদ' বলতে বিপথগামী কোনও সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সশস্ত্র তৎপরতাকে বোঝায়। মূলত জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ সমার্থক। পবিত্র কোরান ও সুন্নাহয় সন্ত্রাসবাদ বলতে যা বোঝায় তা প্রকাশে 'ফিতনা' এবং 'ফাসাদ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল কোরান গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, মানুষের জান-মাল, ইজ্জত, আব্রু, ইমান, কায়-কারবার ইত্যাদি যে কারণে হুমকি ও বিপর্যয়ের মুখে পতিত হয় তা হল 'ফিতনা' এবং যার কারণে মানুষের জীবনের স্বাভাবিক যাত্রা ব্যাহত হয় তা হল 'ফাসাদ।'

বর্তমান সময়ের সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বলতে যা বোঝায় তা পবিত্র কোরানের আয়াতসমূহে বিধৃত হয়েছে 'ফিতনা' ও 'ফাসাদ' হিসেবে।

▶▶ উৎপত্তি—ব্যক্তিগত সন্ত্রাস দিয়ে পৃথিবীতে সন্ত্রাসের শুরু। পৃথিবীর প্রথম মানব হজরত আদম আ.-এর পুত্র কাবিল তার ভাই হাবিলকে হত্যার মাধ্যমে প্রথম সন্ত্রাস সংঘটিত করে। পরবর্তীতে কালের আবর্তনে গোষ্ঠীগত ও জাতিগত সন্ত্রাস বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং মহাযুদ্ধের সৃষ্টি করে। তবে আমাদের দেশ তথা সমগ্র উপমহাদেশে সন্ত্রাসবাদের সূচনা হয় বিংশ শতকের প্রথম দশকে, যার নাম ছিল 'বিপ্লবী সন্ত্রাস'। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ঘিরে সহিংস রাজনৈতিক মতাদর্শের মাধ্যমে উপমহাদেশে 'বিপ্লবী সন্ত্রাস'-এর সূচনা। কলকাতায় 'যুগান্তর' এবং ঢাকায় 'অনুশীলন সমিতি' নামের দু'টি দলে বিপ্লবীরা সংগঠিত ছিল। তারা দৈত্যদের (বিদেশী শাসকরা) বধ করতে এবং সনাতন ব্রাহ্মণ্য পবিত্রতার ওপর ভিত্তি করে হিন্দু সভ্যতার উপযোগী রাজ্যসৃষ্টির শপথ গ্রহণ করে। ১৯৩৬ সালে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

▶▶ জিহাদের প্রকৃত চিত্র

■ **সংজ্ঞা**— 'জিহাদ' আরবি শব্দ যা মূল ধাতু 'জুহদুন' থেকে উদ্ভূত। 'জুহদুন' অর্থ চূড়ান্ত বা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো, তৎপরতা চালানো, সংগ্রাম করা বা আন্দোলন করা। অর্থাৎ কোনও উদ্দেশ্য সফলের জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা বা সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকেই জিহাদ বলে। সাধারণভাবে জিহাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'এফোর্ট'। উদ্দেশ্য সফলে কথা বলা, লেখা, বক্তৃতা দেওয়া, দাওয়াত দেওয়া বা আহ্বান করা থেকে শুরু করে সবরকমের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তৎপরতা এমনকী চূড়ান্তভাবে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি সব জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। তবে ইসলামের পরিভাষায় ইসলাম বা শান্তি বা ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে পরিচালিত সব তৎপরতাকে জিহাদ বলা হয়। আর যুদ্ধ হল জিহাদের চূড়ান্ত পর্যায়। কিন্তু এই যুদ্ধ হতে হবে সম্পূর্ণ আল্লাহর পথে। এখানে আল্লাহর পথে কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক। অর্থাৎ সব তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু ও একমাত্র উদ্দেশ্য যখন থাকবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, তখন বলা যাবে আল্লাহর পথে জিহাদ বা 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ'। এ ক্ষেত্রে অন্য কোনও ব্যক্তি বা নিজের সন্তুষ্টি অথবা কোনও পার্থিব সুযোগ-সুবিধা, স্বার্থ ইত্যাদির লেশমাত্র থাকলেও সেটি আর আল্লাহর পথে থাকবে না। পবিত্র কোরানের ভাষায় আল্লাহর পথে যুদ্ধ মানে হল জালেম ও নৈরাজ্যবাদীদের মোকাবিলায় নিজের আত্মরক্ষা এবং দুর্বল, অসহায় ও নির্যাতিতদের সাহায্যের জন্য যুদ্ধ করা।

কোরানের সূরা হজের ৩৯ নম্বর আয়াত এবং সূরা নিসার ৭৫ নম্বর আয়াত থেকে জিহাদ সম্পর্কে এই সংজ্ঞা পাওয়া যায়। মুসলিম বিশেষজ্ঞদের মতে, মোট চার প্রকার জিহাদ রয়েছে। প্রথমত, অন্তরের জিহাদ যা মনের খারাপ প্রবণতার বিরুদ্ধে করতে হয়। দ্বিতীয়ত, জিহ্বার সাহায্যে জিহাদ, অর্থাৎ মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা। তৃতীয় প্রকার জিহাদ হল, হাতের সাহায্যে জিহাদ অর্থাৎ লেখনীর মাধ্যমে জিহাদ। চতুর্থ প্রকার বা চূড়ান্ত পর্যায়ের জিহাদ হল, সশস্ত্র জিহাদ যা করা হয় নিজেরা আক্রান্ত হলে অথবা মুসলিম উম্মাহর এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে।

কারানের মাধ্যমে জিহাদ করার অর্থ তার বিধি-বিধান প্রচার করা এবং কুরআনের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো; মুখে হোক, কলমের সাহায্যে হোক কিংবা অন্য কোনও পন্থায় হোক; এখানে সবগুলো বড় জিহাদ বলা হয়েছে। কিন্তু কোরানের এই দাওয়াত না মেনে কাফেররা অন্যায়ভাবে মুসলমানদের সব সহায়-সম্পদ কেড়ে নিয়ে তাদের মক্কা থেকে বের করে দেয় এবং নবিজি সা.-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে।

▶▶ কোরানের নীতিমালা

সশস্ত্র জিহাদ সম্পর্কে কোরানে সুস্পষ্ট নীতিমালা দেওয়া হয়েছে—

■ যাদের ওপর যুদ্ধাবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের পাল্টা আক্রমণ চালানোর অনুমতি দেওয়া হল। কেননা, তারা নির্যাতিত এবং আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। তারা হচ্ছে সেই সব মজলুম, যাদের শুধু আল্লাহকে মনিব মেনে নেওয়ার কারণে অবৈধভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। (সূরা আল হাজ— ৩৯-৪০)

■ যারা তোমাদের ওপর যুদ্ধাবস্থা চাপিয়ে দেয় তাদের সাথে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো কিন্তু সীমালঙ্ঘন কোরো না। আল্লাহ বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। তাদের সাথে লড়াই করো, যেখানে তাদের সাথে তোমাদের মোকাবিলা হয়; তাদের সেইসব স্থান থেকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদের বের করে দিয়েছে। কেননা, হত্যার চেয়েও অরাজকতা খারাপ জিনিস।' (সূরা বাকারা— ১৯০-১৯১)

যুদ্ধের অনুমোদন বা আদেশ দানের সাথে সাথে ইসলাম জিহাদের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণও আরোপ করেছে। যেমন যুদ্ধ করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করা যাবে না, শত্রুর সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে হবে, কোনও নিরীহ লোককে হত্যা করা পুরো বিশ্বমানবতাকে হত্যার শামিল, ধর্ম কারও ওপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না, জোরপূর্বক কোনও ভূখণ্ড দখল করা যাবে না, চুক্তিবদ্ধ কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না, কোনও অমুসলিমকে আশ্রয় দেওয়ার পর তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা যাবে না ইত্যাদি।

▶▶ রাসূলুল্লাহ সা. এর আদর্শ

রাসূল সা. সর্বমোট প্রায় ৮১টি ছোটো-বড়ো সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছেন। তার মধ্যে ২৭টিতে তিনি সরাসরি নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রতিটি যুদ্ধে তিনি কোরানের নীতিমালা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। বিশ্বমানবতার জন্য যুদ্ধের ময়দানে নৈতিকতার চমকপ্রদ আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

▶▶ সশস্ত্র জিহাদে রাসূল সা. এর অনুকরণীয় আদর্শ

■ প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা না দিয়ে মধ্যরাতে কোনও ঘুমন্ত জনগোষ্ঠীকে আক্রমণ করা যাবে না।

■ কাউকে পুড়িয়ে মারা যাবে না।

■ কাউকে নির্যাতন করে তিলে তিলে হত্যা করা যাবে না।

■ লুটতরাজ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

■ নির্বিচারে সহায়-সম্পদ ধ্বংস করা নিষিদ্ধ।

■ লাশ বিকৃত করা নিষিদ্ধ।

■ যুদ্ধবন্দি, আহত ও অনুতপ্ত শত্রুসেনাকে হত্যা করা যাবে না।

■ দূত হত্যা করা যাবে না।

■ নিজ থেকে চুক্তি লঙ্ঘন করা যাবে না।

ঞ. উচ্ছৃঙ্খলতা, দুর্বৃত্তায়ন ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করা এবং সন্ত্রাসী তৎপরতা নিষিদ্ধ।

▶▶ সন্ত্রাসবাদ বনাম জিহাদ

উপরের আলোচনায় এটি পরিষ্কার যে, তথাকথিত সন্ত্রাসবাদের সাথে জিহাদের দূরতম সম্পর্কও নেই। নিম্নে এর একটি তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরা হল—

■ রাসূলুল্লাহ সা. মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, চরম অত্যাচার এবং নির্যাতন সহ্য করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছেন, "অতএব তুমি অস্বীকারকারীদের কথা কস্মিনকালেও মেনে নেবে না, আর এই কোরানের সাহায্যে তাদের সাথে বড় জিহাদ করো।" (সূরা আল ফুরকান-৫২)

কোরানের মাধ্যমে জিহাদ করার অর্থ তার বিধি-বিধান প্রচার করা এবং কুরআনের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো; মুখে হোক, কলমের সাহায্যে হোক কিংবা অন্য কোনও পন্থায় হোক; এখানে সবগুলো বড় জিহাদ বলা হয়েছে। কিন্তু কোরানের এই দাওয়াত না মেনে কাফেররা অন্যায়ভাবে মুসলমানদের সব সহায়-সম্পদ কেড়ে নিয়ে তাদের মক্কা থেকে বের করে দেয় এবং নবিজি সা.-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। রাসূল সা. তখন প্রিয় জন্মভূমি মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়ে হিজরত করে মদিনায় আশ্রয় নিলে মক্কার কাফেররা মদিনা আক্রমণ করে মুসলমানদের ধ্বংস করার সঙ্কল্প করে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এই পরিস্থিতির নিরিখে সন্ত্রাসবাদ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, ভ্রান্ত ও কোরান-সুন্নাহর পরিপন্থী।

■ সশস্ত্র জিহাদের ডাক যে কেউ দিতে পারেন না। এর জন্য দরকার যথোপযুক্ত খেলাফত কাঠামো বা রাষ্ট্রক্ষমতা ও জনসমর্থন। আল্লাহর রাসূল সা. প্রায় ৯৫ শতাংশ জনসমর্থন নিয়ে মদিনায় খেলাফত বা সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। একটি সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী গঠন করেন। এরপর তিনি সশস্ত্র জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কাজেই ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতা দখল অথবা চোরাগোপ্তা হামলা চালিয়ে নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা কোরান-সুন্নাহর পরিপন্থী। এই প্রক্রিয়া কখনও জিহাদ হতে পারে না।

■ ইসলামে শুধু রাসূল সা. এর আনুগত্য শর্তহীন। অন্য যে কোনও নেতার আনুগত্য আল্লাহ ও রাসূল সা.-এর আদেশ-নিষেধের আলোকে শর্তসাপেক্ষ। এমতাবস্থায় যে কোনও ব্যক্তির ডাকে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে যাচাই করে নিতে হবে এই ধরনের নেতৃত্ব রাসূলুল্লাহ সা. এর আদর্শ মাফিক কি না।

■ ইসলামে আত্মহত্যা মহাপাপ। অতএব, কোনও যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই নিরীহ মানুষকে হত্যার উদ্দেশ্যে আত্মঘাতী বোমা হামলা ইসলামসম্মত হতে পারে না। আল্লাহপাক বলেন, "তোমরা নিজ হাতে নিজেদের ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ কোরো না।" (সূরা বাকারা-১৯৫)

"তোমরা নিজেদের হত্যা কোরো না।" (সূরা নিসা-২৯)

■ পবিত্র কোরানে সূরা মায়িদার ৩২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "কোনও নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা পুরো বিশ্বমানবতাকে হত্যা করার শামিল।"

এছাড়া জিহাদের ময়দানে কোনও অযোদ্ধা নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশু, এবং পশু ইত্যাদি হত্যা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

■ জিহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। কোরানের বাতলে দেওয়া এবং রাসূল সা.-এর দেখানো উপায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা করতে হবে। কিন্তু যে কোনও প্রক্রিয়ায় খুন-খারাবির মাধ্যমে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে জোরপূর্বক ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করা বা জনগণের ওপর তা চাপিয়ে দেওয়া কখনও আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক হতে পারে না। কোরানে বলা হয়েছে, "সত্য এসেছে তোমার প্রভুর কাছ থেকে। যার ইচ্ছা হবে বিশ্বাস করবে এবং যার ইচ্ছা হবে অবিশ্বাস করবে।" (সূরা আল কাহাফ-২৯)

কাজেই বল প্রয়োগ করে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার নীতি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং ইসলামবিরোধী।

সন্ত্রাসবাদ মূলত একটি জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সমস্যা। এর বিরুদ্ধে ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার মাধমে একে প্রতিরোধ বা দমন করা সম্ভব।

জানা-অজানা

অভিশাপ না অন্য রহস্য! কার অতৃপ্ত আত্মা মরুভূমির বুকে?

মরু-রাজ্য রাজস্থানে ভুতুড়ে জায়গার অভাব নেই। এখানকার রহস্যময় প্রাচীন দুর্গগুলির সঙ্গে মিশে আছে বহু অলৌকিক কাহিনি। আবার এই একুশ শতকেও আরাবল্লীর আনাচ কানাচে কান পাতলে শোনা যাবে বহু অতিপ্রাকৃতিক গল্প।

রাজপুতানার তেমনই একটি জায়গা হল কুলধারা। এক সময় থরের বুকে এই জায়গায় ছিল একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গত প্রায় ৩০০ বছর ধরে যা জনশূন্য। রাজস্থানবাসীর দাবি, রাত হলেই অতৃপ্ত আত্মারা ঘুরে বেড়ায় ওই গ্রামে!

জয়সলমেরের 'সোনার কেল্লা' থেকে কুলধারার দূরত্ব মেরে কেটে ১৮ কিলোমিটার। লোকমুখে শোনা যায়, একটা সময় পালীবাল ব্রাহ্মণদের বাস ছিল ওই গ্রামে। এহেন জনবহুল গ্রাম কীভাবে লোকশূন্য হল? নেপথ্যে রয়েছে এক রোমাঞ্চকর কাহিনি।

জয়সলমেরবাসীর একাংশের দাবি, একসময় এখানকার রাজার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সালিম সিং। কুলধারার গ্রাম প্রধানের মেয়ের উপর কুনজর পড়েছিল তাঁর। একদিন মোড়লকে ডেকে সটান মেয়েকে তাঁর হাতে তুলে দিতে বলেন সালিম। অন্যথায় ফল ভালো হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

সালিম যা চান, শেষপর্যন্ত তা হাসিল করেই ছাড়েন। রাজা তাঁর হাতের পুতুল। প্রমাদ গুণলেন গ্রাম প্রধান। তড়িঘড়ি সবাইকে নিয়ে এলাকা ছাড়লেন তিনি। যাওয়ার সময় অভিশাপ দিয়ে গেলেন ব্রাহ্মণরা। আর কোনওদিন এই গ্রামে মানুষের বসতি হবে না। শেষ থেকে জনশূন্য কুলধারা। অনেকে আবার সালিম ও গ্রামপ্রধানের মেয়ের কাহিনিতে প্রেমের অনুষঙ্গও খুঁজে পেয়েছেন। তাঁদের দাবি, মোড়লের মেয়ের প্রেমে পড়েন সালিম। তাঁকে বিয়েও করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এই সম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি গ্রামবাসীরা। তাই এলাকা ছাড়ার আগে পরিবারের সম্মানরক্ষায় ওই মেয়েটিকে খুন করেন তাঁরা। সেই থেকে ওই মেয়েটিক অতৃপ্ত আত্মা গ্রামটিতে ঘুরে বেড়ায় বলে কাহিনি প্রচলিত রয়েছে।

কুলধারা গ্রামের সমস্ত বাড়ির চাল উড়ে গেলেও দেওয়াল পড়ে যায়নি। টিকিট কেটে সেখানে পর্যটকদের ঢোকার অনুমতি রয়েছে। অনেকেরই দাবি, সেখানে গিয়ে অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়েছে তাঁদের। ঐতিহাসিকদের দাবি, ত্রয়োদশ শতকে কুলধারায় জনবসতি গড়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ আমলে ১৮১৫-তে তা জনশূন্য হয়ে যায়। তবে ১৮৯৯-তে লক্ষ্মী চন্দের লেখা 'তারিখ-ই-জয়সলমের'-এ কুলধারার বহু তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তবে কী ভাবে এই গ্রাম জনশূন্য হয়েছিল, তার সুস্পষ্ট কোনও নথি পাওয়া যায়নি।

প্রকৃতি

সমুদ্রের জলের রং বদলে যাচ্ছে নেপথ্যে কি 'মহাপ্রলয়ে'র ইঙ্গিত

সমুদ্রের জলের রং বদলে যাচ্ছে ক্রমশ। সম্প্রতি সমুদ্র বিজ্ঞানীদের গবেষণায় উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। সেইসঙ্গে প্রকৃতির এই খেলার নেপথ্যে কী কারণ রয়েছে, তা খোঁজার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। সমুদ্রের জলের এই রং বদলের পিছনে কোন 'মহাপ্রলয়ে'র ইঙ্গিত রয়েছে, তা খুঁজে বের করতে বদ্ধপরিকর বিজ্ঞানীরা।

সম্প্রতি একটি গবেষণা সামনে এসেছে, তাতে লেখা হয়েছে নিরক্ষরেখরা কাছাকাছি থাকা ট্রপিক্যাল রিজিয়ন বা ক্রান্তীয় এলাকার সমুদ্রের রং সবুজ হয়ে উঠতে চলেছে। সমুদ্রের রং সাধারণত নীল হয়। সেই নীল রং বদলে গিয়ে সমুদ্র হয়ে উঠছে সবুজ থেকে গাঢ় সবুজ। বিজ্ঞানীরা প্রাথমিকভাবে মনে করছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এমনটা ঘটছে। নেচার জার্নালে এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনও প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে বিজ্ঞানীরা দাবি করেছেন, সমুদ্রের জলের রং বদলের অর্থ সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্রে বদল ঘটছে। কারণ বাস্তুতন্ত্রের উপর নির্ভর করে সমুদ্রের চরিত্র বদলের বিষয়টি।

সম্প্রতি যৌথভাবে দুটি প্রতিষ্ঠান সমুদ্রের জল নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে। আমেরিকার মাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল ওলিয়ানোগ্র্যাফি সেন্টার এই গবেষণা করেছে। গবেষণায় বলা হয়েছে, এই রং বদলের জন্য শুধুমাত্র প্রাকৃতিক কারণ দায়ী নয়। তাহলে আর কী কারণ থাকতে পারে? সমুদ্রের জলের রং বদলের নেপথ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনও। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাস্তুতন্ত্রের বদল ঘটছে। আর জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য শুধু প্রকৃতি দায়ী নয়, এজন্য আমরা কেউই দায় এড়াতে পারি না। আমরা প্রকৃতির খেয়াল রাখছি না বলেই সমস্যা দ্রুত বাড়ছে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, এই পরিবর্তন অবশ্য খালি চোখে বোঝা যাবে না। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই রং বদল বোঝা সহজ নয়। কিন্তু গবেষণার তথ্যে ধরা পড়েছে এই রং বদল। এখন পর্যন্ত সমুদ্রের ৫৬ শতাংশ এলাকায় রদ বদল হয়েছে। সমুদ্রের এই রংবদল বুঝতে একটি সিমুলেশন চালানো হয়েছিল।

এই গবেষণা রিপোর্টের মূল লেখক বিবি কায়েল বলেন, পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রের উপর মানুষের কাজের প্রভাব কতটা হতে পারে, এই গবেষণা তা আরও একবার স্পষ্ট প্রমাণ করে দিল। সমুদ্রের উপর জলবায়ু বদলের প্রভাব বুঝতে বিজ্ঞানীরা ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনের উপর নজর রেখে ছিল। জলজ উদ্ভিদস্বরূপ মাইক্রো অর্গানিজম সমুদ্রের উপরিভাগে থাকে। আর এতে থাকে ক্লোরোফিল। এই ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন সামুদ্রিক খাদ্যশৃঙ্খলের অন্যতম ভিত্তি। তা কার্বন ডাই অক্সাইড সঞ্চয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০০২ থেকে ২০২২ পর্যন্ত যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তার পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করে এই তথ্য পেয়েছেন গবেষকরা।

দেবের মোক্ষম প্রশ্ন

তৃণমূলের অভিযোগেই সিলমোহর মোদীর মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপি-র বিরুদ্ধে তৃণমূলের মূল অভিযোগই ছিল কেন্দ্রীয় বঞ্চনার। একশো দিনের মতো প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজ্যের প্রাপ্য আটকে রেখে বলে গ্রাম বাংলায় প্রচারে ঝড় তুলেছিল তৃণমূল। ভোটের ফল বলছে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগের সুফল ঘরে তুলেছে তৃণমূল। এবার খোদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীই স্বীকার করে নিলেন, গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে একশো দিনের কাজ প্রকল্পে রাজ্যের বকেয়া মেটায়নি কেন্দ্রীয় সরকার। তৃণমূলের অভিনেতা সাংসদ দেবের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতি।

দেবের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানিয়েছেন, ২০২২ সালের মার্চ মাস থেকে রাজ্যকে একশো দিনের কাজ প্রকল্পে কোনও টাকা দেওয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী লিখিত জবাবে অবশ্য দাবি করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা না মানার জন্যই রাজ্যের প্রাপ্য অর্থ আটকে রাখা হয়েছে।

বাংলায় একশো দিনের কাজের খাতে কত টাকা বকেয়া রয়েছে, তা জানতে চেয়েছিলেন তৃণমূলের অভিনেতা সাংসদ। যদিও সে প্রশ্নের কোনও জবাব দেননি নিরঞ্জন জ্যোতি। তবে অন্য একটি প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, ২১ জুলাইয়ের হিসেবে বাংলায় একশো দিনের কাজ বা মনরেগা প্রকল্পে মজুরি বাবদ বকেয়ার অঙ্ক ২,৭৬৫.৫৫ কোটি টাকা এবং কাজের সামগ্রী বাবদ বকেয়ার পরিমাণ ২৪.৮২ কোটি টাকা। দীর্ঘ সময় ধরে একশো দিনের কাজ, গ্রাম সড়ক যোজনা-সহ নানান প্রকল্পে বকেয়া টাকা আদায়ের দাবিতে আন্দোলন করছে তৃণমূল। প্রাপ্যের জন্য বার বার কেন্দ্রের কাছে তদ্বির করেছে রাজ্য সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতেও বিষয়টি তুলেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে একশো দিনের কাজের বকেয়া আদায়ের দাবিতে দিল্লিতে বিক্ষোভ করার ঘোষণা করেছেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীর দিনে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রকের দফতরে ধরনা কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন তিনি। তৃণমূল এবং রাজ্য সরকারের অভিযোগ যে অমূলক নয়, মঙ্গলবার তা প্রমাণ করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতি।

এর আগে পঞ্চায়েত মন্ত্রকের দ্বারস্থ হন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল সাংসদরা। যদিও পঞ্চায়েত মন্ত্রী গিরিরাজ সিং সেই সময় দফতরে ছিলেন না। তবে, মন্ত্রকের সচিব তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন। গেটের বাইরে আটকে থাকার পর অভিষেক ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। সেখান থেকে বেরিয়ে অভিষেক বন্দোপাধ্যায় বলেন, ‘‘সম্ভবত আমাদের প্রশ্নের জবাব মন্ত্রীর কাছে নেই। তাই আসেননি। ১৭ লাখ পরিবারের হকের পয়সা আটকে রাখা হয়েছে। আমরা বলেছি, এবার আমরা ৯ মাস অপেক্ষা করব না। জানিয়ে এসেছি। যে টাকা আটকে রাখা হয়েছে, সেটা বিজেপির টাকা নয়। জনগণের টাকা। রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আসব।”

মোদীকে ‘ধন্যবাদ’ মমতার

প্রধানমন্ত্রীর ‘ইন্ডিয়া’ মন্তব্যে জোর বিতর্ক

নয়াদিল্লি: বাদল অধিবেশনের শুরু থেকেই মণিপুর ইস্যুতে উত্তাল সংসদের দুই কক্ষ। দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বিরোধীরা। সূত্রের খবর, এবার সংসদে বিজেপির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে চলেছে বিরোধীরা। ‘ইন্ডিয়া’ জোটের রাজনৈতিক দলগুলি এই কৌশল নিতে পারে বলে সূত্রের খবর। পাশাপাশি এদিনই বিজেপি ‘ইন্ডিয়া’ শিবিরের রাজনৈতিক দলগুলিকে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। অন্যদিকে, বাদল অধিবেশনে এদিনই ছিল বিজেপির প্রথম সংসদীয় দলের বৈঠক। সংসদের লাইব্রেরি ভবনে এ বৈঠক হয়। এতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা-সহ সমস্ত কেন্দ্রীয়মন্ত্রীরা।

বৈঠকের পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৬টি বিরোধী দলের জোট ‘ইন্ডিয়া’-কে তীব্র আক্রমণ করেন। বিজেপি সংসদীয় দলের বৈঠকের পরে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ‘‘ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন ভারতে এসেছিল, তখন তার নামেও ইন্ডিয়া শব্দটি ছিল। একইভাবে ইন্ডিয়াতেও আসে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের নামও। শুধু নামেই ইন্ডিয়া রেখে কিছুই পাওয়া যায় না।”

প্রধানমন্ত্রীর এই আক্রমণের পর পরই তার জবাব দিতে শুরু করলেন বিরোধী জোটের নেতারা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়ে কটাক্ষের সুরেই বলেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী ইন্ডিয়া নাম গ্রহণ করেছেন। তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। ইন্ডিয়ান টিম যখন খেলতে নামে তখন কেউ তাদের মুজাহিদিন বলেন? ইন্ডিয়া নামের সঙ্গে যত বাজে বাজে কথা বলবেন, ততই ইন্ডিয়া জনপ্রিয়তা পাবে।’ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীও প্রধানমন্ত্রীর কটাক্ষের জবাব দিয়েছেন। টুইটে রাহুল লিখেছেন, ‘আমাদের আপনি যা ইচ্ছে বলুন মিস্টার মোদী। আমরা কিন্তু ইন্ডিয়া। আমরা মণিপুরের যন্ত্রণা লাঘব করার পাশাপাশি প্রত্যেক মহিলা এবং শিশুর চোখের জল মুছে দেব। আমরা ভারতের সব মানুষের জন্য ভালোবাসা এবং শান্তি ফিরিয়ে আনব। যে ভাবনা নিয়ে ভারতবর্ষ, তা আমরা মণিপুরে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করব।’ প্রধানমন্ত্রী যেভাবে এ দিন জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে বিরোধী জোটের তুলনা টেনেছেন, তা নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বামেদেরও দাবি, বিরোধী ঐক্য দেখে ভয় পেয়ে গিয়েই প্রধানমন্ত্রী এমন মন্তব্য করছেন।

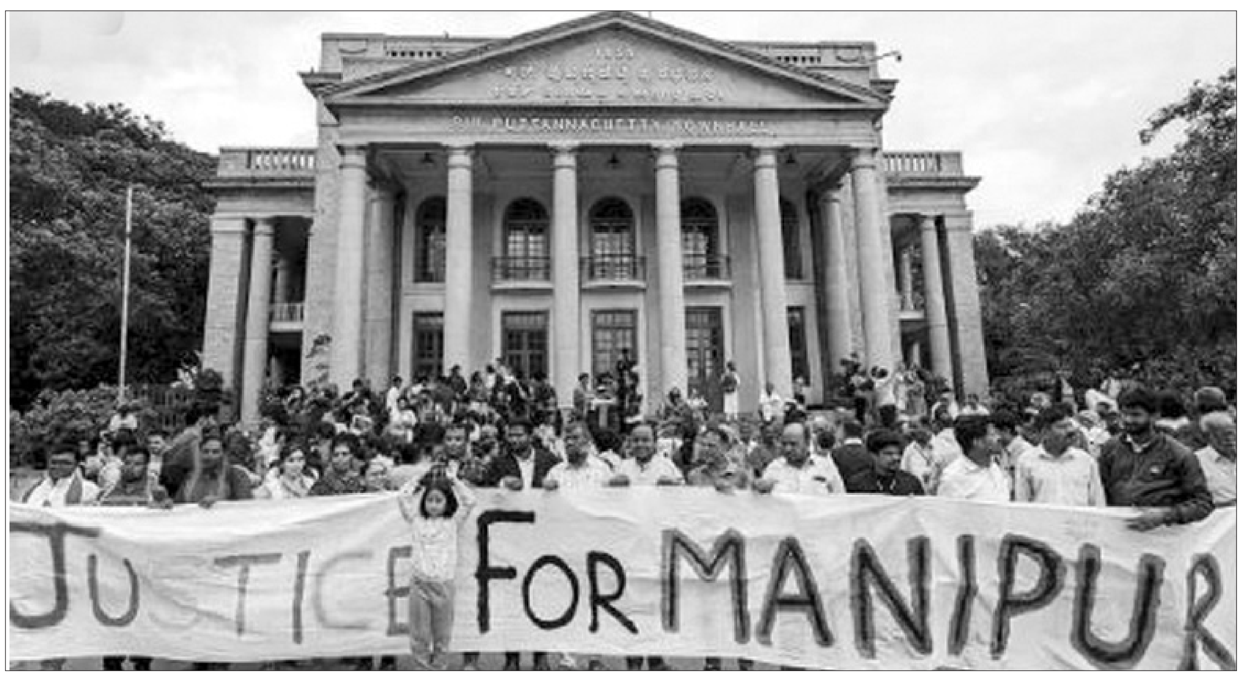

জাতিদাঙ্গায় জ্বলছে মণিপুর। মৃত্যু হয়েছে শতাধিক মানুষের। চল্লিশ হাজারেরও বেশি মানুষ ঘরছাড়া। মহিলাদের উপর চলছে যৌন নির্যাতন। সম্প্রতি দুই আদিবাসী মহিলাকে বিবস্ত্র করে রাস্তায় ঘোরানোর প্রতিবাদে দেশ উত্তাল। মণিপুরে টাউনহলের সামনে জনতার বিক্ষোভ ‘জাস্টিস ফর মণিপুর’-এর দাবিতে।

ঘুষের টাকা চিবিয়ে খেলেন সরকারি কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি: কড়কড়ে সাড়ে চার হাজার টাকা ঘুষ নিচ্ছিলেন এক সরকারি কর্মী। হাত পেতে দিব্যি নিয়েও ফেলেছিলেন সেই টাকা। কিন্তু, তারপরই ঘটল বিপত্তি। হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলেন তিনি। এবার উপায়? দোষারোপের তকমা ঘোচাতে আচমকাই কড়কড়ে সাড়ে চার হাজার টাকার নোট মুখে পুরে ফেললেন। তারপর চিবোতে শুরু করলেন সেই ঘুষের টাকা। আজব এই কাণ্ড ঘটেছে মধ্যপ্রদেশে।

মধ্যপ্রদেশের কাটনি জেলায় ঘুষের টাকা নিতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন সরকারি কর্মচারী গজেন্দ্র সিং। ধরা পড়ার পর ঘুষের টাকা গিলে ফেলেন তিনি। সাড়ে চার হাজার টাকার নোট মুখের মধ্যে ভরে চিবোতে শুরু করেন। রাজ্যের রাজস্ব দফতরের এই কর্মীর কাণ্ড থেকে হতবাক সকলে। খবর জানাজানি হতেই অভিযোগ দায়ের হয় পুলিশে। গ্রেফতারও করা হয় গজেন্দ্র সিংকে। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে অদ্ভুত এই কাণ্ড করে বসেন তিনি। পুলিশ সূত্রে খবর, গজেন্দ্র সিং নামে ওই সরকারি আধিকারিক একটি জমি মামলায় পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ চেয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ করেন জনৈক চন্দন সিং লোধি। জব্বলপুরে লোকায়ুক্ততে এই অভিযোগকারী বিষয়টি জানান।

এরপর তদন্তে নেমে গজেন্দ্রর অফিসে হানা দেয় লোকায়ুক্ত জব্বলপুরের দল। ওই ব্যক্তির কাছ থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা নিচ্ছিলেন গজেন্দ্র। সেই সময়ই দেখেন তাঁর অফিসে হানা দিয়েছে লোকায়ুক্ত জব্বলপুরের দল। সঙ্গে সঙ্গে বাঁচতে ঘুষের টাকাগুলি মুখের মধ্যে ভরে নেন গজেন্দ্র। তার পর চিবোতে শুরু করেন। কিছু টাকা গিলেও ফেলেন। তারপরও তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর গজেন্দ্রকে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বহু চেষ্টার পর গজেন্দ্রের মুখ থেকে ওই টাকা বার করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলেই জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে টাকা গিলে ফেলার এই ঘটনায় অবাক হয়ে গিয়েছেন সকলে। এই ঘটনার সঙ্গেই অনেকে রেশ টেনেছে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলপ্রকাশের দিন এক তৃণমূল প্রার্থীর ব্যালট পেপার গিলে ফেলার ঘটনা। পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণনার সময় হাবরার ভুরকুণ্ডা গ্রামের ৩১ নম্বর বুথের তৃণমূল প্রার্থী মহাদেব মাটির বিরুদ্ধে ব্যালট পেপার গিলে ফেলার অভিযোগ ওঠে।

মণিপুরে অনুপ্রবেশ ৭০০-র বেশি মানুষের

ইম্ফল: মেইতেই-কুকি সংঘর্ষে আগুন জ্বলছে মণিপুরজুড়ে। এরই মধ্যে, ভারত-মায়ানমার সীমান্ত পেরিয়ে অন্তত ৭১৮ জন শরণার্থী মায়ানমার থেকে মণিপুরে প্রবেশ করেছে বলে জানিয়েছে অসম রাইফেলস। তাদের মধ্যে ৩০১ জন শিশু রয়েছে। মণিপুরের চান্দেল জেলার ডেপুটি কমিশনারকে অসম রাইফেলস জানিয়েছে, ২২ এবং ২৩ জুলাই, এই দুই দিনের মধ্যেই বিপুল পরিমাণ শরণার্থী প্রবেশ করেছে মণিপুরে। মঙ্গলবার (২৫ জুলাই) এই বিষয়ে অসম রাইফেলসের কাছে বিশদ রিপোর্ট চাইল মণিপুর সরকার। কীভাবে মায়ানমারের ওই নাগরিকদের ভ্রমণে নথি ছাড়াই ভারতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হল, তা জানতে চাওয়া হয়েছে। সোমবার রাতে এই বিষয়ে অসম রাইফেলসকে একটি চিঠি দিয়েছেন মণিপুরের মুখ্য সচিব বিনীত জোশী। চিঠিতে তিনি বলেছেন, মণিপুর-মায়ানমারের সীমান্ত পাহারা দেয় অসম রাইফেলস। অতীতেও একই ধরনের সমস্যার হয়েছে। সেই সময় রাজ্য সরকার স্পষ্টভাবে অসম রাইফেলস-কে জানিয়েছিল, বৈধ ভিসা বা ভ্রমণের নথি ছাড়া কোনও পরিস্থিতিতেই মায়ানমারের নাগরিকদের মণিপুরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। সীমান্তরক্ষী হিসেবে অসম রাইফেলসকেই তাদের অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে হবে। ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশনাতেও এই ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

দ্য ভয়েস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল

তৃণমূলের পাশে যাওয়ায় কর্মীরা ক্ষুব্ধ আঁচ পেল সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি: ‘ইন্ডিয়া’ জোটে তৃণমূলের পাশে বসে বৈঠক ও যৌথ আন্দোলনের ফলে নীচুতলার কর্মী-সমর্থকদের একটা বড় অংশ যে ক্ষুব্ধ, রাজ্য কমিটির বৈঠকে সেই আঁচ পেল আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। যে তৃণমূলের হাতে এতদিন মার খেতে হয়েছে, সেই জোড়াফুল শিবিরের পাশে কেন সীতারাম ইয়েচুরি, কেনই বা সংসদে মণিপুর ইস্যুতে সাংসদ বিকাশ ভট্টাচার্য থাকবেন তাদের পাশে, এবার সরাসরি সেই প্রশ্ন সামনে উঠে এসেছে। লাল শিবিরের কর্মীদের অভিযোগ, এই পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে বিজেপি।

মঙ্গলবার সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠকে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া-সহ একাধিক জেলার নেতারা দলের এই লাইন নিয়ে আপত্তি তোলেন। এই পরিস্থিতিতে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক সেলিম দলের নেতাদের বিভ্রান্ত না হওয়ার বার্তা দিয়ে বাংলায় আরও আগ্রাসী তৃণমূল বিরোধিতার কর্মসূচি নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন।

আজ, বুধবার তৃণমূলের সন্ত্রাস নিয়ে দক্ষিণ কলকাতায় বড়ো মিছিল করবে বামেরা। আগামী দিনে দলের ছাত্র যুব ফ্রন্টকে সামনে রেখে আরও জঙ্গি আন্দোলনে যাবে সিপিএম। রাজ্য কমিটির বৈঠকে এদিন একাধিক নেতা বলেন, ‘সিপিএম - তৃণমূলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, এই প্রচার করে পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপি যে জমি হারিয়েছে তা পুনরুদ্ধার করতে চাইছে।’

দলের দু’দিনের এই রাজ্য কমিটির বৈঠকে পঞ্চায়েত ভোটের যে পর্যালোচনা হয়েছে সেখানে দক্ষিণবঙ্গে একাধিক জেলার প্রতিনিধিরা বলেছেন, তৃণমূলকে মোকাবিলা করা গিয়েছে। বিজেপির দিকে চলে যাওয়া অংশও ফিরছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের নেতারা এর সঙ্গে একমত নন। তাঁরা মেনে নিয়েছেন, এখনও তৃণমূলের সঙ্গে মোকাবিলা তো দূরের কথা, বিজেপির থেকেও পিছিয়ে রয়েছে সিপিএম।

লাখ লাখ টাকায় বিজেপি প্রার্থী কিনলেন পঞ্চায়েতের ‘টিকিট’

নিজস্ব প্রতিনিধি: পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থী হওয়ার জন্য দলের নেতার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ। পাঁশকুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ করল বিজেপির পরাজিত প্রার্থী। অভিযোগ, ভোটে প্রার্থী হওয়ার জন্য দলের নেতাকেই দিতে হয়েছে লক্ষাধিক টাকা। কিন্তু লক্ষাধিক টাকা দেওয়ার পরও আরও টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে ওই দলীয় নেতার বিরুদ্ধে। শেষমেশ পরাজিত বিজেপি প্রার্থী বাড়ির গরু-বাছুর বিক্রি করে টাকা দিলেও এখনও তাঁকে হুমকি হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে পাঁশকুড়ায়। ক্ষুব্ধ পরাজিত বিজেপি প্রার্থী দলীয় নেতার নামে অভিযোগ দায়ের করল পাঁশকুড়া থানায়। পাঁশকুড়া থানার মাইশরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। বিজেপি নেতা রাসবিহারী রানার অভিযোগ, পঞ্চায়েত ভোটের আগে তমলুক সংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতা জগদীশ প্রামাণিক তাঁকে প্রার্থী হওয়ার জন্য লক্ষাধিক টাকার প্রস্তাব দেয়। আর সেই প্রস্তাবে রাজি হয়ে বিজেপি নেতা জগদীশ প্রামাণিককে লক্ষাধিক টাকা দেন রাসবিহারী রানা।

টাকার বিনিময়ে প্রার্থী হওয়া পর আরও টাকা চাওয়ার অভিযোগ ওঠে। টাকা না দিতে পারলে প্রার্থী পদ থাকবে না, এ হেন হুমকির পর বাড়ির গরু-বাছুর বিক্রি করে নাকি সেসময় জেলা বিজেপি নেতার হাতে টাকা তিনি তুলে দেন। পরে নিজের এলাকার পরিবর্তে অন্য এলাকা গোবিন্দনগর অঞ্চলের ৯ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির আসনে প্রার্থী করা হয় রাসবিহারী রানাকে।

সমস্ত টাকা দেওয়ার পরও তৃণমূলের সঙ্গে গটআপ করে তাঁকে হারিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন রাসবিহারি। পরে পরাজিত বিজেপি প্রার্থী জেলা বিজেপি নেতার অভিসন্ধি জানার পর দেওয়া টাকা ফেরত চাইতে গেলে হুমকির শিকার হতে হচ্ছে তাঁকে। অভিযোগ, জেলা বিজেপি নেতাদের জানিয়েও কোনও সুরহা না হওয়ায় পাঁশকুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন পরাজিত অভিযোগকারী বিজেপি প্রার্থী রাসবিহারী রানা। যদিও দলের নেতার বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন বিজেপির জেলা সভাপতি তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সেই বিজেপি নেতা জগদীশ প্রামাণিক এ ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। জেলা বিজেপি সভাপতি তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমাদের জেলা কোষাধ্যক্ষ তথা পাঁশকুড়ার কনভেনার জগদীশ প্রামাণিককে কালিমালিপ্ত করার জন্য এহেন অভিযোগ। এ অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা এ বিষয়ে রাজ্য নেতৃত্বদের জানিয়েছি। বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল অবশ্য কটাক্ষ করতে ছাড়েননি।

নদীর জলে দাঁড়িয়ে মীন ধরে অসুখে নাজেহাল মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতিদিন নদীতে নেমে মীন ধরাই ওঁদের কাজ। এর জন্য দীর্ঘক্ষণ একটানা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় নদীর জলে। এইভাবেই কোনওরকমে টিকে আছে সুন্দরবনের মেয়েরা। অল্প বয়সী কিশোরী থেকে বধূ এমনকী বৃদ্ধা—দক্ষিণরায়ের দেশে এটাই মেয়েদের জীবন। এর ফলে সুন্দরবনে ক্রমশ বাড়ছে স্ত্রী রোগ।

সুন্দরবনের পুরুষরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে গভীর জঙ্গলে মধু ও কাঠ সংগ্রহ করতে যান। আর মহিলারা রায়মঙ্গল, কলাগাছি, বেতনি, ডাঁসা-সহ নানান নদীতে নেমে দিনের বেলায় মাছের মীন সংগ্রহ করেন। তাঁরা বাঁশের চটার ফ্রেমে আটকানো ঘন মশারির নেট লাগানো টানা জাল আর একটা অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি নিয়ে নদীতে নেমে পড়েন। কুমিরের ভয় উপেক্ষা করেই তাঁদের এই জীবন সংগ্রাম চলে। ভাটার শুরু থেকে জোয়ার পর্যন্ত টানা জলে দাঁড়িয়ে চলে মীন সংগ্রহের কাজ। জোয়ার পুরোপুরি চলে এলে উঠে পড়েন। আবার ভাটা শুরু হলে নদীতে নামেন।

সুন্দরবন

এইভাবে প্রতিদিন নদীর জলে প্রায় ছয়-সাত ঘণ্টা করে দাঁড়িয়ে থাকেন সুন্দরবনের মহিলারা। আর তাতেই ক্রমশ বাড়ছে জরায়ুর রোগ। নদীর জল প্রতিদিন একটু একটু করে আরও দূষিত হয়ে উঠছে। সেই নোংরা জলে দীর্ঘক্ষণ থাকার ফলে চর্মরোগেও আক্রান্ত হচ্ছেন তাঁরা। এমনই রোগে আক্রান্ত সন্দেশখালির এক মহিলা জানান, শরীরের বিভিন্ন অংশে চুলকানি রোগ দেখা দিয়েছে। সেইসঙ্গে হাতে-পায়ে হাজার জ্বালায় আমাদের প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার যোগাড়।

সুন্দরবনের মহিলাদের এইসব রোগে আক্রান্ত হওয়া প্রসঙ্গে বসিরহাট জেলা হাসপাতালের সুপার রঞ্জন রায় বলেন, সাধারণত জলে-কাদায় যারা বেশিরভাগ সময় কাটান তাঁদের চর্মরোগ হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এর থেকে বাঁচার জন্য কাজ সেরে বাড়ি ফিরেই শুকনো কাপড় দিয়ে গোটা শরীর মুছে নিতে হবে। পাশাপাশি লোশন ব্যবহার করার পরামর্শ দেন তিনি। সেই সঙ্গে দ্রুত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখানোর কথা বলেছেন রঞ্জনবাবু।

খরিফ চাষিদের জন্য সুখবর ! জল ছাড়া শুরু ডিভিসির

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণবঙ্গজুড়ে পর্যাপ্ত বৃষ্টির অভাব। অস্বস্তিকর গরমে নাজেহাল অবস্থা রাজ্যের বাসিন্দাদের। গত বছরের তুলনায়ও জলাধারে প্রায় ২৫ শতাংশ জলের অভাব। ২৭ জুলাই থেকে দুই বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি ও বাঁকুড়ায় খরিফ মরশুমে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বা ডিভিসির জল ছাড়া হচ্ছে বলে জানালেন বর্ধমান ডিভিশনের ডিভিশনাল কমিশনার বিজয় ভারতী।

সোমবার বর্ধমান সার্কিট হাউসে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি ও হাওড়া জেলার আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক হয়। বৈঠকে বর্ধমান ডিভিশনের ডিভিশনাল কমিশনার বিজয় ভারতী ছাড়াও পূর্ব বর্ধমান জেলার জেলাশাসক প্রিয়াংকা সিংলা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শম্পা ধাড়া, ডিভিশনাল মেম্বার সেক্রেটারি সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশন শশী রাকেশ সহ অনান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ডিভিশনাল কমিশনার বিজয় ভারতী বলেন,

‘‘এবছর পাঞ্চেত ও মাইথন জলাধারে মজুত থাকা জলের পরিমাণ গত বছরের তুলনায় ২৫ শতাংশ কম থাকায় ডিভিসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসে পাঁচ জেলার প্রতিনিধিরা। ইতিমধ্যে ডিভিসির মাইথন জলাধারে ৪৬১ফুট এবং পাঞ্চেত জলাধারে ৪০০ফুট জল মজুত রয়েছে। খরিফ মরশুমে চাষের জন্য জন্য মজুত জলের থেকে ৭৫ হাজার একর ফিট জল ছাড়বে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেইমতো ২৭ জুলাই থেকে ৭ দিন এই জল সরবরাহ করা হবে। ফের জলের ঘাটতি দেখা দিলে ২ অগাস্টের পর বৈঠক করা হবে।”

তিনি আরও বলেন, ‘‘আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুসারে আগামী ২৯ ও ৩১ জুলাই দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। গত বছর ২৫ জুলাই জল ছাড়া হয়েছিল। এবার ২৭ জুলাই থেকে জল ছাড়া হচ্ছে। বৈঠকে প্রথম ৭দিন জল ছাড়ার কথা হলেও সকলের আবেদন মেনে প্রথম দফায় ১০ দিন জল ছাড়া হবে। পরে পরিস্থিতি বুঝে আরও ৭দিন জল ছাড়া হবে। গতবছর ডিভিসি কর্তৃপক্ষ ৭০ হাজার একর ফিট জল ছাড়ার কথা দিলেও জল ছাড়তে পারেননি।এবারে ৭৫ হাজার একর ফিট জল ছাড়া যাবে।”

এদিন জেলা পরিষদের সভাধিপতি শম্পা ধাড়া বলেন, ‘‘২৭ জুলাই থেকে ২৩ আগষ্ট পর্যন্ত জল ছাড়া হবে। আগামী ২ অগাস্ট ফের রিভিউ বৈঠক হবে। প্রতিদিন ১৮ হাজার একর ফিট জল ছাড়া হবে। দেওয়া হবে মোট ৭৫ হাজার একর ফিট জল। এতে খরিফ শস্য চাষের অনেকটা সুবিধা হবে।”

বর্ষার ঘাটতি, জঙ্গলমহলের চাষিদের মাথায় হাত

ঝাড়গ্রাম: শ্রাবণ মাস চলছে। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গজুড়ে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ বর্ষার ঘাটতি রয়েছে। জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কবে এই ঘাটতি পূরণ হবে তা পরিষ্কার করে বলতে পারছেন না আবহাওয়াবিদরা। মাঝেমধ্যে হালকা থেকে মাঝারি যে বৃষ্টি হচ্ছে তা চাষের পক্ষে যে অনুকূল নয় তাতে একেবারে নিশ্চিত চাষিরা। জলের অভাবে তাই ধান চাষ এখন বিশ বাঁও জলে। এই বর্ষার ঘাটতির দরুণ সুবর্ণরেখা ও ডুলুং নদীতে জল নেই। অথচ ঝাড়গ্রাম অঞ্চল বিশেষত সাঁকরাইল, নয়াগ্রাম গোপীবল্লভপুরে চাষবাসের উপরেই নির্ভরশীল সেখানকার মানুষজন।

কিন্তু শ্রাবণ মাস শুরু হয়ে গেলেও নদীগুলিতে জল নেই। শুকনো জমি পড়ে রয়েছে। ধানের বীজ এখনও রোপণ হয়নি। আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে চাষিরা। প্রতিবছর গালুডি চান্ডিল এইসব এলাকা থেকে জল ছাড়া হয়। কিন্তু এবছর এখনও পর্যন্ত জল ছাড়া হয়নি। ফলে জঙ্গলমহলের নদী-নালাগুলি শুকিয়ে গিয়েছে। বৃষ্টির দেখা না মেলায় জমিতে ধান বীজ ফেলতে পারছেন না চাষিরা। দুশ্চিন্তার কালো মেঘ মাথায় নিয়ে দিনযাপন করছেন জঙ্গলমহলের চাষবাসের উপর নির্ভরশীল মানুষজন। কেউ কেউ যাদের পয়সা রয়েছে তারা ডিজেল কিনে এনে পাম চালিয়ে জল দিয়ে কিছুটা চাষবাস করছেন।

কিন্তু বাকিদের অবস্থা তথৈবচ। শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি সময় হতে চলল আর যদি বর্ষা না হয় তাহলে এ বছর ধান চাষে আকাল দেখা দেবে বলে মনে করছেন চাষিরা। এই চাষের উপর নির্ভর করে সারা বছর তাদের চলে। উপার্জন হয়। কিন্তু এবার আকাশ বিরূপ হওয়ায় চিন্তিত জঙ্গলমহলের গরিব চাষিরা। দু’বেলা আকাশ পানে তাকিয়ে তাদের এখন প্রার্থনা একটাই আল্লাহ মেঘ দে, পানি দে।

আশুরা, মুহররমের ফজিলত এবং করণীয় ও বর্জনীয়

মুহাররম হল আল্লাহতায়ালার নির্ধারিত সম্মানিত মাস এবং হিজরী বর্ষের প্রথম মাস। হিজরী বর্ষের সর্বপ্রথম মাস হল মুহাররামুল হারাম তথা মুহাররম মাস। হাদিসের ভাষায় শাহরুল্লাহ আল মুহাররাম। আল্লাহতায়ালা বছরের যে ক'টি মাসকে বিশেষ মর্যাদায় মহিমান্বিত করেছেন মুহাররম তার অন্যতম। পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহতায়ালা বলেন,

"আল্লাহ যেদিন আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকেই মাসসমূহের গণনা আল্লাহর নিকট তাঁর বিধান মতে বারোটি। তন্মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। এটাই সহজ-সরল দ্বীন (-এর দাবি)। অতএব তোমরা এই দিনগুলোতে নিজের উপর জুলুম কোরো না।" (সূরা তাওবা— ৯)

সম্মানিত চারটি মাস কী কী? হাদিস শরিফে তা বলে দেওয়া হয়েছে। নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সময়ের হিসাব যথাস্থানে ফিরে এসেছে, আসমান-জমিনের সৃষ্টির সময় যেমন ছিল। (কারণ, জাহেলী যুগে আরবরা নিজেদের স্বার্থ ও মর্জিমতো মাস-বছরের হিসাব কম-বেশি ও আগপিছ করে রেখেছিল।) বারো মাসে এক বছর। এর মধ্য থেকে চারটি মাস সম্মানিত। তিনটি মাস ধারাবাহিক; জিলকদ,জিলহজ্ব ও মুহাররম। আরেকটি হল রজব, যা জুমাদাল আখিরাহ ও শাবানের মধ্যবর্তী মাস। (সহীহ বুখারী, হাদিস ৪৬৬২)

হাদিসে এই মাসকে শাহরুল্লাহ তথা আল্লাহর মাস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "রমজানের পর সবথেকে উত্তম রোজা হল আল্লাহর মাস মুহাররমের রোজা। আর ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামাজ হল রাতের নামাজ (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাজ)।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস ১১৬৩)

আরও ইরশাদ হয়েছে, "(রমজানের পর) শ্রেষ্ঠ মাস হচ্ছে আল্লাহর মাস, যাকে তোমরা মুহাররম বলে থাকো।" (সুনানে কুবরা, নাসাঈ, হাদিস ৪২১৬)

প্রকৃতপক্ষে সকল মাসই তো আল্লাহর মাস। তথাপি এই মাসকে বিশেষভাবে 'আল্লাহর মাস' বলে ব্যক্ত করার মাঝে রয়েছে বিশেষ তাৎপর্য। যেমন পৃথিবীর সকল মসজিদই আল্লাহর ঘর। কিন্তু কাবা শরিফকে বিশেষভাবে বাইতুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর বলার হেকমত কী? কারণ এর রয়েছে বিশেষ মর্যাদা। তেমনি বছরের অন্যান্য মাস অপেক্ষা মুহাররমের রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব।

আল্লাহতায়ালা কোরান মাজীদে হিজরী সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন, "লোকেরা আপনার কাছে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি তাদের বলে দিন, এটা মানুষের (বিভিন্ন কাজকর্মের) হিসাব এবং হজের সময় নির্ধারণ করার জন্য।" (সূরা বাকারা ২ — ১৮৯)

মুসলমানদের বহু দ্বীনী বিষয়, বিশেষ করে হজের মতো মহিমান্বিত আমল নির্ভরশীল চাঁদের হিসাবের উপর। আরবি মাস-বছরকে ঘিরে ইসলামের বহু বিধান আবর্তিত হয়। এই আরবি হিজরী চান্দ্রবর্ষের প্রথম মাসটিই হচ্ছে মুহাররম। মুহাররমকে ঘিরেও রয়েছে শরিয়তের সুন্দর সুন্দর বিধান ও আমল। ফলে দ্বীনী দায়িত্ববোধ থেকেই হিজরী মাস-বর্ষের গণনা এবং এর শুরু-শেষের হিসাবের প্রতি যত্নবান হওয়া মুমিনের জন্য সবিশেষ কাম্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ দেখে এই দোয়া পড়তেন, "ইয়া আল্লাহ, আপনি এই হিলালকে আমাদের জন্য ইমান ও ইসলাম এবং শান্তি ও বরকতের সঙ্গে উদিত করুন। আমার ও তোমার রব আল্লাহ।" (জামে তিরমিজি, হাদিস ৩৪৫১; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস ১৩৯৭)। এই দোয়াটি যে কোনও মাসের নতুন চাঁদ দেখে পড়ার জন্য। এই হিসাবে যদি মুহাররমের চাঁদ দেখে এই দোয়া পড়া হয় তাহলে নতুন চাঁদের সাথে সাথে নতুন বছরের দোয়াও হয়ে যাবে।

অবশ্য ইমাম আবুল কাসেম বাগাভী রহ. (৩১৭ হি.) 'মুজামুস সাহাবা' কিতাবে সহীহ সনদে নতুন মাস ও নতুন বছরের শুরুতে পড়ার একটি দোয়া উল্লেখ করেছেন। সাহাবী আবদুল্লাহ বিন হিশাম রা. বলেন, সাহাবায়ে কেরাম নতুন মাস বা নতুন বছর শুরুর এই দোয়াটি তেমন গুরুত্ব দিয়ে শিখতেন, যেভাবে কুরআনুল কারীম শিখতেন। দোয়াটি হল— "হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মাঝে এই মাস/বছরের আগমন ঘটান শান্তি এবং নিরাপত্তা এবং ঈমান ও ইসলামের (উপর অবিচলতার) সাথে; শয়তান থেকে সুরক্ষা ও দয়াময় আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে।"

(দ্রষ্টব্য মুজামুস সাহাবাহ ৩/৫৪৩, বর্ণনা ১৫৩৯; আলইসাবাহ ৪/২৫৬)

এই দোয়ার ক্ষেত্রে স্পষ্ট বলা হয়েছে, এটি নতুন বছরের দোয়াটি। আর সাহাবায়ে কেরামও এই দোয়াটি প্রতি খুব গুরুত্ব দিতেন।

অতএব ইমান-ইসলাম, শান্তি-নিরাপত্তা ও রহমত-বরকতের সাথে কীভাবে আমার নতুন বছরটি অতিবাহিত হতে পারে সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকাই হচ্ছে নতুন চাঁদের বার্তা। বিশেষ করে শয়তানের পথ পরিহার করে আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টির পথ অবলম্বন করা এবং নিজের ঈমানী জীবন প্রাণবন্ত করে তোলাই হবে আমার আগামী দিনের প্রত্যয়। তাই এখনই সংকল্পবদ্ধ হই, আমার ইমান-আমল, স্বভাব-চরিত্র, চিন্তা-দর্শন, বোধ-উপলব্ধি, মন-মানসিকতা, সর্বোপরি একজন মুমিন-মুসলমান হিসাবে আমার জীবন যাপন যেন বিগত দিনের তুলনায় আরও বেগবান, ফলপ্রসূ, সমৃদ্ধ এবং সফল হয়।

এই মাসে মনোযোগী হতে হবে রোজার প্রতি। পূর্বেই আমরা যে হাদিসটি উল্লেখ করে এসেছি, হজরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "রমজানের পর সবচেয়ে উত্তম রোজা হল আল্লাহর মাস মুহাররমের রোজা। আর ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামাজ হল রাতের নামাজ (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাজ)।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস ১১৬৩)

এই হাদিস থেকে মুহাররমের ব্যাপারে দুটি কথা পাওয়া যায়— এক. মুহাররম মাস আল্লাহর মাস। সম্মানিত ও মহিমান্বিত মাস। দুই. এর সম্মান রক্ষা এবং এর থেকে যথাযথ উপকৃত হওয়ার একটি মাধ্যম হচ্ছে, এই মাসে রোজা রাখার প্রতি যত্নবান হওয়া। কাজেই মুহাররম মাসে রোজা রাখার প্রতি আমরা মনোযোগী হতে পারি। বিশেষ করে দশ মুহাররম আশুরার রোজার কথা তো হাদিসে গুরুত্বের সাথেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর প্রতিও আমরা বিশেষভাবে খেয়াল রাখব।

এই মাসে গুরুত্ব দিতে হবে তওবার প্রতি। তাওবা-ইস্তিগফার যে কোনও সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। বান্দা আল্লাহর দরবারে ধরনা দেবে এবং নিজের অতীতের জন্য ক্ষমা চাইবে, এতেই তো তার বন্দেগীর শান। তবে কিছু কিছু মুহূর্ত এমন রয়েছে, যখন তওবার পরিবেশ আরও অনুকূল হয়। বান্দার উচিত আল্লাহর দেওয়া সেই প্রত্যাশিত মুহূর্তগুলো লুফে নেওয়া এবং আল্লাহমুখী হয়ে জীবনকে আরও সুন্দর করা। মুহাররমের এই মাসটি, বিশেষ করে এর দশ তারিখ 'ইয়াওমে আশুরা' এমনই একটি উপযুক্ত সময়।

মুহাররমের ফজিলতের একটি দিক হচ্ছে, এর সাথে তওবা কবুল হওয়া এবং আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে মুক্তি, নিরাপত্তা এবং গায়েবী সাহায্য লাভ করার ইতিহাস জুড়ে আছে। এজন্য এই সময়ে এমন সব আমলের প্রতি মনোনিবেশ করা উচিত, যাতে আল্লাহর রহমত বান্দার প্রতি আরও বেশি ধাবিত হয়। বিশেষভাবে এই সময়ে তওবা-ইস্তিগফারের প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হওয়া চাই।

এক সাহাবী নবিজি সা. এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! রমজানের পর আপনি কোন মাসে রোজা রাখতে বলেন?"

নবিজি বললেন, "তুমি যদি রমজানের পর রোজা রাখতে চাও তাহলে মুহাররমে রোজা রেখ। কেননা মুহাররম হচ্ছে আল্লাহর মাস। এ মাসে এমন একদিন আছে, যেদিন আল্লাহতায়ালা (অতীতে) অনেকের তওবা কবুল করেছেন। ভবিষ্যতেও অনেকের তওবা কবুল করবেন।" (জামে তিরমিযী, হাদিস ৭৪১)

মুহাদ্দিসীনে কেরাম এই দিনটি আশুরার দিন হওয়ার সম্ভাবনা উল্লেখ করেছেন। দ্রষ্টব্য— লাতাইফুল মাআরেফ, পৃ. ৭৬ বান্দা তার নিজের ভাষায় রবের কাছে আকুতি পেশ করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আল্লাহতায়ালার অপার অনুগ্রহ, তিনি সেই আকুতি পেশ করার অর্থবহ শব্দ-বাক্যও বান্দাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। কোরান-সুন্নাহ বর্ণিত সেই মাসনূন দোয়াগুলোর মর্ম ও ব্যঞ্জনা প্রতিটি মুমিনের হৃদয় ছুঁয়ে যায়, যদি সে উপলব্ধির সাথে সেগুলো পাঠ করে। কুরআনে কারীমে আম্বিয়ায়ে কেরামের দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে, যে ওসিলায় তাঁরা আল্লাহপাকের বিশেষ রহমত প্রাপ্ত হয়েছেন, মুমিনের জন্য সেগুলো অনেক বড় সম্বল। হাদিসেও অনেক দোয়া, ইস্তিগফার বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে 'সায়্যেদুল ইস্তিগফার'কে আমরা আমাদের ওজিফা বানাতে পারি। সায়্যেদুল ইস্তিগফার হচ্ছে— "হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতিপালক। আপনি ছাড়া কোনও মাবুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আপনার বান্দা। আমি যথাসাধ্য আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার ও আপনার প্রতিশ্রুতির উপর রয়েছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি। আমার প্রতি আপনার নিয়ামতের কথা স্বীকার করছি। আপনার কাছে আমি আমার গোনাহের কথা স্বীকার করছি। কাজেই আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি ছাড়া আর কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না।" (সহীহ বুখারী, হাদিস ৬৩০৬)

এছাড়া কোরান-হাদিসে আরও অনেক তাৎপর্যমণ্ডিত দোয়া-ইস্তিগফার উল্লেখিত হয়েছে। আমরা সেগুলোও ওজিফা হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। অন্তত মাঝে মাঝে হলেও উপলব্ধির সাথে সেগুলো পাঠ করা চাই।

দশ মুহাররম 'ইয়াওমে আশুরা'

গুরুত্ব, ফজিলত এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

মুহাররম মাসের সবচেয়ে মহিমান্বিত দিন হচ্ছে 'ইয়াওমে আশুরা' তথা মুহাররমের দশ তারিখ। হাদিসে আশুরার দিনের অনেক ফজিলত বিবৃত হয়েছে। এমনকী ইসলামপূর্ব আরব জাহেলী সমাজে এবং আহলে কিতাব-ইহুদি-নাসারাদের মাঝেও ছিল এই দিনের বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা।

উম্মুল মুমিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, "(জাহেলী সমাজে) লোকেরা রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পূর্বে আশুরার দিন রোজা রাখত। এ দিন কাবায় গেলাফ জড়ানো হত। এরপর যখন রমজানের রোজা ফরজ হল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে, এই দিন রোজা রাখতে চায় সে রাখুক। যে না চায় না রাখুক।" (সহীহ বুখারী, হাদিস ১৫৯২)

এই হাদিসদ্বয় থেকে বোঝা যায় জাহেলী সমাজে এই দিনের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এই দিনে তারা কাবা শরিফে গেলাফ জড়াত। এই দিন তারা রোজা রাখত। নবিজিও এই দিন রোজা রাখতেন। হিজরতের পরও এই দিন রোজা রাখতেন। রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পূর্বে এই দিনের রোজা ফরজ ছিল। রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পর এই দিন রোজা রাখা এখন মুস্তাহাব।

এরপর যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদিনা মুনাওয়ারায় চলে আসেন, তখন দেখেন মদিনার আহলে কিতাব ইহুদিরাও এই দিনে রোজা রাখছে। এই দিনকে তারা বিশেষভাবে উদ্যাপন করছে। নবিজি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "এই দিনে তোমরা কী জন্য রোজা রাখছ?"

তারা বলল, "এটি একটি মর্যাদাপূর্ণ দিবস। আল্লাহতায়ালা এই দিনে হজরত মূসা আ. ও তাঁর কওমকে (ফেরাউনের কবল থেকে) মুক্তি দিয়েছেন এবং ফেরাউনকে তার দলবল সহ (দরিয়ায়) নিমজ্জিত করেছেন। এরপর হজরত মূসা আ. এই দিনে শুকরিয়া আদায় স্বরূপ রোজা রাখতেন। তাই আমরাও রোজা রাখি।"

নবিজি তা শুনে বললেন, "হজরত মূসা আ.-এর অনুসরণের ক্ষেত্রে তো আমরা তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার। এরপর নবিজি নিজেও রোজা রাখলেন এবং অন্যদের রোজা রাখতে বললেন।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস ১১৩০; সহীহ বুখারী, হাদিস ১১২৫, ৩৯৪৩)

ইহুদিদের কাছে এই দিনটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, এই দিনটিকে তারা ইদের মতো উদযাপন করত। হজরত আবু মূসা রা. থেকে বর্ণিত, "আশুরার দিন এমন একটি দিন, যে দিনকে ইহুদিরা সম্মান করত এবং এই দিনকে ইদ হিসাবে গ্রহণ করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা এই দিনে রোজা রাখো।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস ১১৩১)

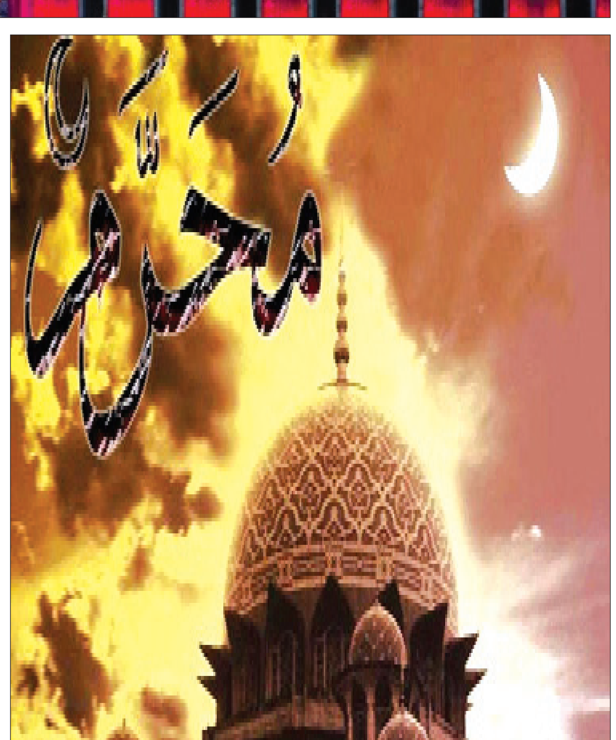

রোজা ও তাওবা আশুরার বিশেষ আমল

আশুরার দিনের মূল ইবাদত হচ্ছে এই দিনের রোজা রাখা। পূর্ববর্তী হাদিসগুলোতে আমরা যা দেখলাম। এই দিনের রোজার ফজিলতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আশুরার দিনের রোজার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট প্রত্যাশা রাখি, তিনি পূর্বের এক বছরের (সগীরা) গুনাহ মাফ করে দেবেন।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস ১১৬২)

হজরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ক্ষ্মআমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আশুরার দিনের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে অন্য কোনওদিন রোজা রাখতে দেখিনি এবং রমজান মাস অপেক্ষা অন্য কোনও মাসে এত গুরুত্ব দিয়ে রোজা রাখতে দেখিনি।" (সহীহ বুখারী, হাদিস ২০০৬; সহীহ মুসলিম, হাদিস ১১৩২)

সাহাবায়ে কেরাম এই দিনে বাচ্চাদেরও রোজা রাখতে অভ্যস্ত করতেন। বিখ্যাত নারী সাহাবী হজরত রুবায়্যি বিনতে মুয়াববিজ রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার দিন সকালে আনসারদের এলাকায় লোক মারফত এই খবর পাঠালেন, যে আজ সকালে খেয়েছে সে যেন সারাদিন আর না খায়। আর যে সকালে খায়নি সে যেন রোজা পূর্ণ করে। ওই নারী সাহাবী বলেন, এরপর থেকে আমরা নিজেরাও এই দিনে রোজা রাখতাম এবং আমাদের বাচ্চাদেরও রোজা রাখাতাম। তাদের জন্য আমরা খেলনা বানিয়ে রাখতাম। তারা খাবারের জন্য কান্নাকাটি করলে তাদেরকে খেলনা দিয়ে শান্ত করতাম। ইফতার পর্যন্ত এ নিয়ে তাদের সময় কেটে যেত। (সহীহ বুখারী, হাদিস ১৯৬০; সহীহ মুসলিম, হাদিস ১১৩৬)

অতএব এই দিনে রোজা রাখার ব্যাপারে আমরা খুব ইহতিমাম করব। এছাড়া এর সাথে যেহেতু মিশে আছে আল্লাহর রহমত ও নাজাত লাভের ইতিহাস, তাই এই দিনে কীভাবে আল্লাহর রহমত পেতে পারি এদিকে খুব খেয়াল রাখব। তেমনিভাবে যেহেতু গুনাহ মাফেরও ঘোষণা এসেছে এই দিনে, তাই তওবা-ইস্তিগফারের প্রতিও খুব মনোযোগ দেব। আর একজন মুমিন তো রোজা অবস্থায় আল্লাহর রহমত লাভের অধিক প্রত্যাশী হয়।

যেভাবে রাখতে হবে আশুরার রোজা

এতক্ষণের আলোচনায় আশা করি এই বিষয়টি ফুটে উঠেছে, আশুরার দিন রোজা রাখা অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ একটি আমল। এই দিন রোজা রাখা মুস্তাহাব। তবে এরচেয়ে উত্তম হল, দশ মুহাররমের আগে বা পরে নয় বা এগারো তারিখে একদিন অতিরিক্ত রোজা রাখা। নয় তারিখে রাখতে পারলে ভালো। কারণ হাদিসে নয় তারিখের কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আশুরার রোজা রাখছিলেন এবং অন্যদেরকে রোজা রাখতে বলেছিলেন তখন সাহাবীগণ বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই দিনকে তো ইহুদি-নাসারারা (খ্রিস্টানরা) সম্মান করে?"

তখন নবিজি বললেন, "তাহলে আগামী বছর আমরা নয় তারিখেও রোজা রাখব ইনশাআল্লাহ। কিন্তু সেই আগামী বছর আসার পূর্বেই নবিজির ইন্তেকাল হয়ে যায়।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস ১১৩৪)

'নয় তারিখ রোজা রাখব' মানে দশ তারিখের সাথে নয় তারিখ মিলিয়ে রাখব।

আর সবচেয়ে উত্তম হয়, দশ তারিখের সাথে মিলিয়ে আগে-পরে আরও দুটি রোজা রাখা। নয়, দশ ও এগারো সর্বমোট তিনটি রোজা রাখা। কারণ, পুরো মুহাররম মাসব্যাপী রোজার কথা তো সহীহ হাদিসেই আছে। (দ্রষ্টব্য ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার রাহ. ৪/২৪৬)

মুহাররম ও আশুরাকেন্দ্রিক কিছু গর্হিত রেওয়াজ

যে আয়াতটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে আল্লাহতায়ালা যে কথাটি বলেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ বলেন, "তোমরা এই দিনগুলোতে নিজেদের উপর জুলুম কোরো না।" (সূরা তওবা ৯— ৩৬)

বস্তুত সবচেয়ে বড় জুলুম হচ্ছে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হওয়া। এমনিতেই যে কোনও সময়ই তা নিষিদ্ধ। তথাপি এই দিনগুলোতে আল্লাহর নাফরমানী থেকে বাঁচতে বিশেষভাবে হুকুম করা হচ্ছে। কারণ নেক ও কল্যাণের এমন মোক্ষম মুহূর্তে যে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয় তার থেকে হতভাগা আর কে হতে পারে!

আফশোসের বিষয় হচ্ছে, নেকীর এই সময়কে ঘিরে থেকে বেঁচে থাকার পাশাপাশি সকল বিদআত-খুরাফাত, রসম-রেওয়াজ থেকেও দূরে থাকা আবশ্যক। দেখা যায়, ফজিলতের সময়গুলোতে সওয়াব হাসিল করতে গিয়ে উল্টো হারামে লিপ্ত হওয়ার গুনাহ হতে থাকে।

এটা তো কখনওই কাম্য নয়। আবার বিধানগতভাবে ফজিলতের এই ব্যাপারগুলো নফল হওয়ায় এর থেকে গাফেল থাকাও উচিত নয়। শরিয়ত যে বিধানকে যে স্তরে রেখেছে এবং যে সময়ের যতটুকু মূল্যায়ন করেছে ততটুকু করতে পারাই লাভ। এর কমবেশি করতে গেলেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। তাই একদিকে যেভাবে সকল খুরাফাত ও রসম-রেওয়াজ পরিত্যাজ্য, অপরদিকে ফজিলতপূর্ণ এই আমল ও উপলক্ষগুলো

সমাজে রয়েছে বিভিন্ন ভুল রসম-রেওয়াজ এবং নানা রকমের বিদআতী কর্মকাণ্ড। এই সময়ের আমল ততটুকু, যতটুকু উপরে হাদিসের উদ্ধৃতি সহ উল্লেখ করা হল। মুহাররম মাসকে কেন্দ্র করে এছাড়া আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। নেই এই দিনের জন্য বিশেষ নামাজ , বিশেষ জিকির, বিশেষ আয়োজন এবং বিশেষ আনুষ্ঠানিকতা।

বিশেষ করে দশ মুহাররমে 'হায় হোসেন, হায় হোসেন' মাতমের যে ন্যাক্কারজনক পরিস্থিতির অবতারণা করা হয় তা তো খুবই গর্হিত একটি সংস্কৃতি। ইসলামের সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। ইসলাম মাতম ও শোক প্রকাশের এমন আয়োজনকে হারাম সাব্যস্ত করেছে। এর থেকে জঘন্য হল, এই দিন 'তাযিয়া'র নামে শিরক-বিদআতের আয়োজন করা। পরিতাপের বিষয়, শিয়াদের এমন আয়োজনগুলোতে ঢালাওভাবে অনেক মুসলমান অংশগ্রহণ করে থাকে। এটা যে ইমানের জন্য কত বড় হুমকি তা কি তারা একবারের জন্য হলেও ভেবে দেখে?

কাজেই মুহাররম কেন্দ্রিক সকল গর্হিত কর্মকাণ্ড নফল হওয়ায় এগুলোর ব্যাপারে একদম গাফেল থাকাও সচেতন মুমিনের শান নয়। হাদিসে কুদসীতে আল্লাহতায়ালা বলেন, "বান্দার উপর আমি যে বিধান ফরজ করেছি আমার নৈকট্য লাভের জন্য তারচেয়ে উত্তম কিছু নেই। আর বান্দা (ফরজ ইবাদতের পর) নফল আমলের মাধ্যমে আমার নৈকট্যের পথে অগ্রসর হতে থাকে। একপর্যায়ে সে আমার ভালবাসা লাভ করে।" (সহীহ বুখারী, হাদিস ৬৫০২)

আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে ফরজ বিধানের ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন থাকার পাশাপাশি নফল বিধানাবলির ক্ষেত্রেও মনোযোগী হওয়ার তওফিক দান করুন। বিশেষভাবে নতুন বছরে নতুন প্রত্যয় ও পূর্ণ উদ্যমে ইমান-আমলের পথে এগিয়ে যাবার তওফিক দান করুন।

আমাদের ঈমান-আমল, কর্ম-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র সহ জীবনের সকল অঙ্গনে উৎকর্ষ আসুক এই পণ নিয়ে শুরু হোক আমাদের আগামীর পথচলা। আল্লাহতায়ালা সকলকে সেই তওফিক দান করুন। আমিন।

অকল্পনীয় বিশাল এক ব্ল্যাক হোল!

গিলে নেবে নাকি পৃথিবীটাকে?

নিজস্ব প্রতিনিধি: হাবল-যুগ অতীত, এখন জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের যুগ। হাবল-যুগকে পিছনে ফেলে রোজই নতুন করে এগিয়ে চলেছে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ। নিত্যই সে তার উন্নত প্রযুক্তিতে ধরে দিচ্ছে সুবিস্তৃত সুবিশাল কল্পনার অতীত এই মহাশূন্য এই মহাকাশের নানা ছবি, নানা সংকেত, নানা ইঙ্গিত, নানা ইশারা।

সম্প্রতি সে তেমনই এক বিরল কর্ম সম্পাদন করেছে। সে এবার তুলে ফেলেছে 'মোস্ট-ডিস্ট্যান্ট সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল'টির অতি অতি বিরল এক ছবি! পৃথিবী থেকে বা বলা ভালো আমাদের সৌর জগৎ

থেকে অসম্ভব এক দূরত্বে ভয়ংকররকম ওজনদার সুবিপুল এক কৃষ্ণগহ্বর যে এতদিন ছিল, সেটাই জানা ছিল না মহাকাশবিজ্ঞানীদের। জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ না থাকলে বোধ হয় আজও জানা যেত না। এই ধরনের আবিষ্কারের ফলে এক লাফে মহাকাশবিজ্ঞানটা অনেকটা এগিয়ে যায়।

যে-গ্যালাক্সিতে পাওয়া গিয়েছে এই সুদূর-বিপুল ব্ল্যাক হোলটির খোঁজ সেটির নাম সিইইআরএস ১। এটি ৫৭০ মিলিয়ন বা ৫৭ কোটি বছরেরও আগের কৃষ্ণ গহ্বর। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক স্টিভেন ফিংকলস্টেইন নতুন এই কৃষ্ণ গহ্বরের সংক্রান্ত কাজে যুক্ত ছিলেন। ব্ল্যাক হোল থেকেই এই সৌর জগৎ সৃষ্টি। বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, ব্ল্যাক হোল সব কিছু গিলে খেয়ে নেয়। এই কৃষ্ণ গহ্বরও কি সেটাই করবে?

চাঁদের মাটি ছুঁতে পারেনি তিনটির বেশি দেশ

ভারত কি সেই গৌরবের অধিকারী হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি: যে কোনও মহাকাশযানের কাছে চাঁদের মাটি ছুঁতে পারা একটা চ্যালেঞ্জ। তিনটি দেশের বেশি কোনও দেশ আজ পর্যন্ত চাঁদের মাটি ছুঁতে পারেনি। বিংশ শতকের ষাটের দশকে একাধিকবার চাঁদে মানুষ পাঠিয়েছিল মহাকাশ সংস্থা। তারপর যেমন আর চাঁদে মানুষ যায়নি, তেমনই চাঁদে মহাকাশযানও নামাতে পারেনি অন্য দেশ।

শুধু চিন এই গৌরব অর্জন করেছিল ২০১৩ সালে। আমেরিকা ও রাশিয়া ছাড়া চিনই একমাত্র দেশ যাঁরা চাঁদে মহাকাশ যান নামাতে সমর্থ হয়েছে। ভারত এর আগে একবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। ইসরোর চন্দ্রযান থ্রি এবার ভারতকে সেই গৌরবের অধিকারী করতে পারে কি না, তা জানতে এখন অধীর প্রতীক্ষায় বিজ্ঞানীরা। আসলে চাঁদে অবতরণ মোটেই সহজ নয়। প্রথমত পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব নেহাত কম নয়। ৩,৮৪,৪০০ কিলোমিটার দূরে চাঁদে পৌঁছতে কক্ষপথে ঘুরে ঘুরে আরো বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। এতদূরের যাত্রায় যান্ত্রিক ত্রুটির সম্ভাবনা থেকেই যায়। তারপর রয়েছে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে একেবারে অজানা স্থানে নামার ঝুঁকি। চাঁদে কোনও

জিপিএস সিস্টেম নেই। ফলে উপগ্রহের নেটওয়ার্কের উপর নির্ভল করে অবতরণ করা যায় না। সফল ল্যান্ডিং করা চাই সবসময়ের জন্য সর্বদেশের জন্য কঠিন। তাহলে ৫০ বছর আগে অবলীলায় কী করে নীল আর্মস্ট্রং-এডউইনরা চাঁদের মাটিতে পা রেখে ছিলেন।

তারপর তো আরও অনেক মহাকাশচারী পা রেখেছেন চাঁদের মাটিতে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গিয়েছে বহুদেশ সেই চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। ২০১৯ সালে চাঁদের মাটিকে চন্দ্রযান ২ পাঠানোর পরিকল্পনা করেছিল ভারত। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। চাঁদের মাটিতে ল্যান্ডিং করার সময় ধ্বংস হয়ে যায় ল্যান্ডার বিক্রম। শুধু কি ভারত, ব্যর্থতার দলে রয়েছে জাপান, ইজরায়েল-সহ একাধিক দেশ। ষাটের দশকে চাঁদের মাটিতে আমেরিকা ও রাশিয়া রূপকথা লেখার পর ব্যতিক্রম শুধু চিন। চাঁদের বুকে মসৃণ অবতরণ করে চিন গৌরবের অধিকারী হয়েছে। কিন্তু এই প্রযুক্তির যুগেও কেন ব্যর্থ বিভিন্ন দেশ? সে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

চাঁদের মাটিতে অবতরণ সর্বদাই ঝুঁকিপূর্ণ। নাসাও লুনার ফ্ল্যাশলাইট মিশনটি বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল তাদের প্রপালশন সিস্টেমে ব্যর্থতার জন্য। চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশই করতে পারেনি। এই প্রপালশন সিস্টেমই চাঁদের পাতলা বায়ুমণ্ডলে মহাকাশযানের গতি কমাতে সাহায্য করে। ভারতের বিক্রমও প্রপালশন সিস্টেম সঠিকভাবে কাজ না করায় নামতে গিয়ে জোর ধাক্কা খায় চাঁদের মাটিতে, তার ফলেই বিকল হয়ে যায় মহাকাশযান বিক্রম। অবতরণের কয়েক কিলোমিটার আগে প্রপালশন সিস্টেমের ধাক্কায় সেন্সরগুলি ঠাকঠাক কাজ করে না বহু সময়। কোথায় নামবে চন্দ্রযান, সেই সিদ্ধান্তও নিতে হয় চটজলদি।

চাঁদে জোড়া মহাকাশযান পাঠাবে চিন, একটিতে যাবেন মহাকাশচারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: চাঁদে জোড়া মহাকাশযান পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে চিন। সেই মহাকাশযানে একটিতে চাঁদে যাবেন মহাকাশচারীরা। এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া তাদের চন্দ্রমিশনে মহাকাশচারী পাঠিয়েছিল। এবার চিনও সেই উদ্যোগ নিল। চিনের দুটি রকেটের একটিতে যাবেন মহাকাশচারী, অন্যটিতে যাবে মহাকাশযান।

চিন চাঁদে মানব মিশন চালু করার পরিকল্পনা ঘোষণা করার কয়েক মাস পরে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করল। নতুন পরিকল্পনায় বেজিং তার ক্রু মিশনের অংশ হিসাবে চাঁদে দুটি রকেট উৎক্ষেপণ করবে। দুটি রকেটই চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করবে এবং সফল ডকিংয়ের পর মহাকাশচারীরা চাঁদের পৃষ্ঠে নামার জন্য চন্দ্রের ল্যান্ডারে প্রবেশ করবে। চায়না ম্যানড স্পেস এজেন্সি ২০৩০ সালের মধ্যে চাঁদে চিনা মহাকাশচারীদের পাঠানোর পরিকল্পনার নিয়েছে। দীর্ঘদিনের প্রযুক্তিগত বাধা অতিক্রম করে চিনের এই টুইন-রকেট যাবে চাঁদের উদ্দেশে। মহাকাশচারীরা তাদের বৈজ্ঞানিক কাজগুলি সম্পন্ন করার পরে নমুনা সংগ্রহ করবে।

কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে ল্যান্ডারটিই মহাকাশচারীদের প্রদক্ষিণকারী মহাকাশযানে ফেরত নিয়ে যাবে। সেখান থেকে

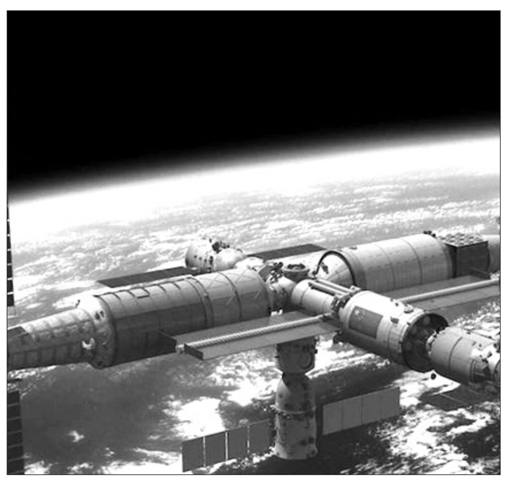

তারা পৃথিবীতে ফিরে আসবে। চিন মানব মহাকাশ অভিযানের উপ-প্রধান প্রকৌশলী ঝাং হাইলিয়ান উহানের একটি শীর্ষ সম্মেলনে একথা বলেছেন। ভারত যখন চন্দ্রযান-৩ মিশনে চাঁদে পাড়ি দিয়েছে, তখন চিন চন্দ্র মিশনে চাঁদে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়ে নিল। ভারত যদি চাঁদের পৃষ্ঠে চন্দ্রায়ন ৩ নামাতে পারে তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চিনের পরে বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসাবে ইতিহাস তৈরি করবে। চাঁদে মানুষ পাঠানোর প্রতিযোগিতা সম্প্রতি তীব্র হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা আর্টেমিস মিশন শুরু করার পরই চিন মানব অভিযানের ভাবনা শুরু করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চিন উভয়ই চাঁদে সম্ভাব্য খনিজ সম্পদের দিকে নজর দিয়েছে। চন্দ্রের বাসস্থান স্থাপন করা, মঙ্গল গ্রহের মতো অন্যান্য গ্রহে ভবিষ্যত ক্রু মিশন চালানোর লক্ষ্যে দুই দেশের মধ্যে শুরু হয়েছে প্রতিযোগিতা।

চিন প্রযুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চাইছে। শেষ নাসার ক্রুড অবতরণ ছিল ১৯৭২ সালে। বর্তমানে মার্কিন নভোচারীরা ২০২৫ সালের মধ্যে চাঁদে মানব মিশনের উদ্যোগ নিয়েছে। এবার চিনও সেই উদ্যোগ নিল। চিনের চন্দ্র অভিযানের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য গবেষকরা সুপার-হেভি লং মার্চ ১০ ক্যারিয়ার রকেট, একটি নতুন প্রজন্মের ক্রুড স্পেসক্রাফট, একটি চন্দ্র ল্যান্ডার ও একটি ক্রুড চন্দ্র রোভার তৈরি করছে।

মহাবিশ্বে নতুন নক্ষত্র সৃষ্টি! ছবি প্রকাশ করে চমক নাসার

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশাল এ মহাবিশ্বের সীমা-পরিসীমার কোনও হদিশ দিতে পারেননি মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। তাই মহাবিশ্বের কোথায় কি লুকিয়ে রয়েছে তাও অজানা। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কত না নতুন নতুন নক্ষত্রের সৃষ্টি হচ্ছে মহাজগতে। আর নাসার জেমস ওয়েব সেই সৃষ্টিকেই তুলে ধরছে বিশ্ববাসীর সামনে।

জেমসওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের নতুন নতুন সব ছবি তোলার এক বছর পূর্তি উদযাপনে নাসা একটি নতুন সৃষ্টিকে তুলে ধরল। মার্কিন গবেষণা সংস্থা নাসা জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের পাঠানো একটি ছবি প্রকাশ করেছে সম্প্রতি। সেই ছবিটিই এখন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে। নাসার প্রকাশিত ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে, মহাকাশে যেন লাল রঙের গ্যাস ভেসে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে ধুলোর উজ্জ্বল কুণ্ডলীও রয়েছে। রো অফিউটি নামের ক্লাউড কমপ্লেক্স থেকে ছবিগুলি তোলা হয়েছে। রো অফিউচি ক্লাউড কমপ্লেক্স হল পৃথিবীর সবথেকে কাছের স্টেলার নার্সারি।

এই ক্লাউড কমপ্লেক্সেই তৈরি হয় নতুন নতুন নক্ষত্র। এখন পর্যন্ত জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপে ৫০টি নবগঠিত নক্ষত্রের ছবি তুলেছে। এই নক্ষত্রগুলির ভর আমাদের সূর্যের মতো কিংবা তার থেকে একটু কম। ছবির একেবারে নীচের দিকে নবগঠিত এক নক্ষত্র দেখা গিয়েছে। এই নতুন নক্ষত্রটির সৃষ্টি হচ্ছে গ্যাস থেকে। সেই গ্যাস ও ধূলিমেঘে অনেক বুদবুদ তৈরি হয়েছে। আসলে ইন্টারস্টেলার স্পেস মূলত গ্যাস ও ধূলিকণাতেই ভরপুর থাকে। এগুলো নতুন নক্ষত্রে ও গ্রহের কাঁচামাল হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ গ্যাস ও ধূলিকণা দিয়েই তৈরি হয়েছে এই গ্রহ।

নাসার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বিল নেলসন বলেন, মাত্র এক বছরের মধ্যে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মহাজগৎকে মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরছে। জেমস ওয়েবের পাঠানো সেইসব ছবি নতুন করে তুলে ধরা হল প্রথম ছবি পাঠানোর এক বছর পর। জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের সৌজন্য প্রথমবারের মতো পৃথিবী থেকে অনেক দূরের নক্ষত্রে সৃষ্টি হওয়া কাছ থেকে দেখার সুযোগ পাচ্ছেন মানুষ। বিল নেলসন আরও বলেন, প্রতিটি নতুন ছবি মানে এক একটি নতুন আবিষ্কার। এই সৃষ্টির ছবি থেকে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা তাঁদের বহু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ২০২১ সালের ডিসেম্বরে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপেকে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল। তারপর ২০২২ সালের ১১ জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জেমস ওয়েব টেলিস্কোপে তোলা প্রথম ছবিটি প্রকাশ করেঠছিলেন। নাসার পক্ষ থেকে সেই ছবিটি ১৩০০ কোটি বছরের মধ্যে মহাজগতের সবথেকে স্পষ্ট ছবি বলে দাবি করা হয়েছিল।

দ্য ভয়েস অব স্পোর্টস

এমবাপেকে নিতে মরিয়া আল-হিলাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: কিলিয়ান এলবাপের দলবদলের জল্পনা ঘিরে সরগরম ফুটবল মহল। এই মরশুমের ট্রান্সফার উইন্ডো ইতিমধ্যেই খুলে গিয়েছে। দলগুলি নিজেদের পছন্দ ফুটবলার নিয়ে এনে শক্তিশালী টিম করতে ব্যস্ত। এই বছর প্যারিসের ক্লাব পিএসজি ছেড়েছেন লিওনেল মেসি। সেই দলে তাঁর সতীর্থ তরুণ তারকা ফুটবলারের দল বদল নিয়ে জল্পনা ছড়ায়। এবার সেই আবহাওয়ায় নতুন মাত্রা যোগ করল সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল। এমবাপেকে তাদের দলে টানতে ৩০০ মিলিয়ন ইউরো প্রস্তাব দিয়েছে তারা। যদি এই চুক্তি সম্পূর্ণ হয় তাহলে তা বিশ্ব রেকর্ড হবে।

প্রথম দিকে শোনা যাচ্ছিল এই মরশুমে পিএসজিতেই কাটাবেন এমবাপে। তবে পরিস্থিতির দ্রুত বদল হতে থাকে। পিএসজির সভাপতি জানান, খালি হাতে এমবাপেকে ছাড়বে না তাঁর ক্লাব। তারপরেই প্রাক মরশুম প্রস্তুতির জন্য জাপান উড়ে যায় পিএসজি। সেই দল থেকে বাদ পড়েন কিলিয়ান। তখনই দল ছাড়ার জল্পনা আরও বেড়ে যায়। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, পিএসজি আল-হিলালের প্রস্তাব মেনে নিতে পারেন। কিন্তু আল-হিলাল এবং এমবাপ্পের মধ্যে কোনও আলোচনা হয়নি বলেই খবর। আল-হিলাল স্বাভাবিকভাবেই এমবাপেকে রেকর্ড বেতন দিয়ে নিজেদের দলে টানার চেষ্টা করবে। অন্যদিকে এটা শুধুমাত্র একটা মরশুমের জন্য কিলিয়ানের কাছে উপযুক্ত বেতন দেওয়া হতে পারে। এই চুক্তি যদি সম্পন্ন হয় সম্প্রতিক সৌদি প্রো লিগের মান অনুযায়ী ফুটবলের আর্থিক নিয়মগুলিকে ধ্বংস করবে। কয়েক মাস আগে পিএসজির প্রাক্তন ফুটবলার মেসিকে আল-হিলাল তাদের ক্লাবে যোগদানের জন্য বছরে ৩৫০ মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি প্রস্তাব করে। কিন্তু আর্জেন্তিনার ফরোয়ার্ড ইন্টার মিয়ামিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

রোহিতদের তাণ্ডবে ভেঙে গেল শ্রীলঙ্কার ২২ বছরের টেস্ট রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: ব্যাটসম্যান হিসেবে ব্রেন্ডন ম্যাকালাম অত্যন্ত ডাকাবুকো ছিলেন। নিজে আগ্রাসী ব্যাটসম্যান ছিলেন বলেই কোচ হওয়ার পরে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের মানসিকতা বদলে দেন তিনি। ম্যাকালামের কোচিংয়ে টেস্টে ব্রিটিশ ক্রিকেটারদের যেমন মারকাটারি ব্যাটিং করতে দেখা যায় সাম্প্রতিক সময়ে, সেই ব্যাজবল ক্রিকেটে মজেছে ক্রিকেট বিশ্ব।

তবে ব্যাটসম্যান হিসেবে রাহুল দ্রাবিড় যে কোনওভাবেই ম্যাকালামের মতো আগ্রাসী মেজাজের ছিলেন না, সেটা আলাদা করে বলে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। বরং দ্রাবিড়কে ঠান্ডা মাথার খুনে মেজাজের ক্রিকেটার বললে ভুল বলা হয় না মোটেও। ধীর-স্থির রাহুল দ্রাবিড়ের কোচিংয়ে টিম ইন্ডিয়া যদি টেস্টে টি-২০ ক্রিকেটের মেজাজে ব্যাট করে, তবে ক্রিকেটপ্রেমীদের অবাক হওয়াই স্বাভাবিক। পোর্ট অফ স্পেনে রোহিত শর্মারা ঠিক সেভাবেই চমকে দিলেন ক্রিকেটবিশ্বকে।

কুইন্স পার্ক ওভালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে যে রকম ধুমধাড়াক্কা

ব্যাটিং করেন টিম ইন্ডিয়ার দুই ওপেনার, তাতে ফিকে দেখায় ব্যাজবলকেও। এমনকী গত বছরে গড়া ইংল্যান্ডের একটি টেস্ট রেকর্ডও ভেঙে চুরমার করে ভারত। সেই সঙ্গে টিম ইন্ডিয়া ভেঙে দেয় ২২ বছর আগে গড়া শ্রীলঙ্কার একটি সর্বকালীন টেস্ট রেকর্ড।

আসলে ভারত দলগতভাবে টেস্ট ইনিংসে দ্রুততম ১০০ রান করার বিশ্বরেকর্ড গড়ে ত্রিনিদাদে। এই ম্যাচের দ্বিতীয় ইনিংসে টিম ইন্ডিয়া ১২.২ ওভারে দলগত ১০০ রানের গণ্ডি টপকে যায়। অর্থাৎ, মাত্র ৭৪ বলে দলগত ১০০ রান পূর্ণ করে ভারত। এত কম বলে টেস্ট ইনিংসে দলগত ১০০ রানে পৌঁছতে পারেনি আর কোনও দেশ। এর আগের রেকর্ড ছিল শ্রীলঙ্কার নামে। ২০০১ সালে কলম্বোয় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১৩.২ ওভারে অর্থাৎ, ৮০ বলে দলগত ১০০ রান পূর্ণ করে শ্রীলঙ্কা। সুতরাং, দ্বীপরাষ্ট্রের দুই দশকের পুরনো রেকর্ড ভেঙে যায় পোর্ট অফ স্পেনে।

ভারত শেষমেশ ২৪ ওভারে ২ উইকেটের বিনিময়ে ১৮১ রান তুলে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট ছেড়ে দেয়। ৪টি চার ও ২টি ছক্কার সাহায্যে ৩৩ বলে ব্যক্তিগত অর্ধশতরানের গণ্ডি টপকান ইশান কিষান। রোহিত শর্মা ব্যক্তিগত হাফ-সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন ৩৫ বলে। ভারত ইনিংসের প্রথম ১০ ওভারে ৯০ রান তোলে, যা টেস্টর ইতিহাসে সর্বকালীন রেকর্ড। টিম ইন্ডিয়া এক্ষেত্রে পিছনে ফেলে দেয় ইংল্যান্ডকে। গতবছর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট ইনিংসের প্রথম ১০ ওভারে ৮০ রান তুলেছিল ইংল্যান্ড।

ফিনল্যান্ডে বাজিমাত সুমিতের, জিতলেন ট্যাম্পেরে ওপেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: লিয়েন্ডার পেজ, মহেশ ভূপতি পরবর্তী অধ্যায়ে ভারতীয় লন টেনিসের অন্যতম প্রতিশ্রুতিমান তারকা সুমিত নাগাল। তাঁর কেরিয়ারের প্রথম কয়েকটা বছরের মধ্যেই ইউএস ওপেনের মতো গ্রান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্টের মূলপর্বে খেলেছিলেন তিনি। রজার ফেডেরারের মতন কিংবদন্তির বিরুদ্ধেও লড়াই করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। কিন্তু মাঝখানে বেশ কয়েকটা বছর তিনি সেইভাবে পারফরম্যান্স করে উঠতে পারেননি। তবে এবার সেই সব হতাশা, ব্যর্থতাকে দূরে ফেলে ফিনল্যান্ডে বাজিমাত করলেন তিনি। জিতে নিলেন ট্যাম্পেরে ওপেন। ফাইনালে হারিয়ে দিলেন চেক প্রজাতন্ত্রের ডালিবর ভর্সিনাকে।

এদিন দুরন্ত ছন্দে ছিলেন সুমিত নাগাল। ফাইনালে স্ট্রেট সেটে জিতলেন তিনি। চেক প্রজাতন্ত্রের প্রতিপক্ষকে কার্যত কোন প্রতিরোধ গড়ার সুযোগ এদিন তিনি দেননি। খেলার ফল সুমিতের পক্ষে ৬-৪,৭-৫। শেষ পাঁচটি এটিপি চ্যালেঞ্জার্স খেলে এটি নাগালের চতুর্থ খেতাব জয়। চলতি বছরে আবার এটি তাঁর দ্বিতীয় খেতাব জয়। গত এপ্রিলেই এই বছরের

প্রথম খেতাবটি জিতেছেন সুমিত। ইতালির রোমে গত এপ্রিলে তিনি গার্ডেন ওপেনে জিতেছিলেন।

এদিন ম্যাচের শুরুটা নাগালের খুব একটা ভালো হয়নি। তাঁর সার্ভিস প্রথমেই ব্রেক করে দেন ডালিবর ভর্সিনা। একটা সময়ে ভর্সিনা ৩-০ ফলে এগিয়ে যান। এরপর ডালিবরের সার্ভিস পরপর তিনবার ভেঙে দেন নাগাল। প্রথম সেটে পিছিয়ে পড়ে ও ৬-৪ ফলে সেট জিতে নেন টুর্নামেন্টের সপ্তম বাছাই নাগাল। এ দিন বেসলাইন থেকে দুরন্ত টেনিস খেলছিলেন নাগাল। কোর্টের কোনা বেছে নেওয়া থেকে শুরু করে ড্রপ শটে বিব্রত করছিলেন ডালিবরকে। দ্বিতীয় সেটে অবশ্য চিত্রটা একেবারেই বদলে যায়।

চ্যাম্পিয়ন্স ব্যাজ পরতে পারবে না মোহনবাগান!

নিজস্ব প্রতিনিধি: আর কয়েক মাস পরেই শুরু হবে এই মরশুমের আইএসএল। প্রত্যেক দলই নিজেদের সংসার গুছিয়ে নিচ্ছে জোরকদমে। এর সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় ফুটবলের জনপ্রিয় এই টুর্নামেন্টে কিছু বদল আসতে চলেছে বলে জানা যাচ্ছে। আইএসএল চ্যাম্পিয়ন্স ব্যাজটি এখন থেকে আর আইএসএল ফাইনাল জয়ী দল নিজেদের কাছে রাখতে পারবে না। তার পরিবর্তে লিগ শিরোপা জয়ী দল এই ব্যাজ পাবে। নতুন নিয়ম অনুসারে মুম্বই সিটি আসন্ন মরশুমের জন্য আইএসএল ২০২২-২৩ চ্যাম্পিয়ন্স ব্যাজ ব্যবহার করবে। ২০২৩-২৪ মরশুমে আরও একটি পরিবর্তন আসতে চলেছে এই টুর্নামেন্টে। সেটি হল আই লিগের বিজয়ীদের আইএসএলে অন্তর্ভুক্ত করা। বর্তমান আইলিগ দল পঞ্জাব এফসি পূর্বে যা রাউন্ডগ্লাস পঞ্জাব নামে পরিচিত ছিল, তারা এবার ইন্ডিয়ান সুপার লিগ খেলতে চলেছে। গত মরশুমে আই লিগ জয়ী হয় তারা। তাই আইএসএলে তাদের পদোন্নতি ঘটেছে। আই লিগ থেকে জয়ী হয়ে প্রথম দল হিসেবে তারা এই যোগ্যতা অর্জন করেছে। এই টুর্নামেন্টের নিয়ম বদলের ফলে ভারতীয় ফুটবল আমূল পরিবর্তন আসতে চলেছে। স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায় উন্নতির এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতীয় ফুটবল। নতুন মরশুম শুরুর আগে নিজেদের সর্বোচ্চ দিয়ে দল গঠন করছে। গত মরশুমের বিজয়ী দল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এই বারও জেতার লক্ষ্যে ঝাঁপাচ্ছে। আগের থেকে তাদের টিম আরও শক্তিশালী করেছে তারা। অনিরুদ্ধ থাপা, আবদুল সামাদ এবং আনোয়ার আলি-সহ ভারতীয় জাতীয় দলের তারকাদের নিজেদের দলে টেনে নিয়েছে। বিশ্বকাপ খেলা অস্ট্রেলিয়ান তারকা ফুটবলার জেসন কামিংসকে সবুজ মেরুন শিবিরে যোগদান করিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। তবে গতবার চ্যাম্পিয়ন হলেও চ্যাম্পিয়ন্স ব্যাজ পরতে পারবে না বাগান শিবির।

অলিম্পিক্সের আগে স্বপ্নের ফর্ম অব্যাহত চিরাগ-সাত্ত্বিকদের, জিতলেন কোরিয়া ওপেন

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোরিয়া ওপেনে পুরুষদের ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হল চিরাগ শেট্টি এবং সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি জুটি। কয়েকদিন আগেই ইন্দোনেশিয়া ওপেন সুপার সিরিজ জেতেন তারা। কয়েক দিনের ব্যবধানেই ফের চ্যাম্পিয়ন। এবার কোরিয়া ওপেন জয় এই দুই ভারতীয়র। তবে এই মুহূর্তে যে তাঁরা দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভারতীয় এই জুটি ফাইনালে মুখোমুখি হয় ফাজার আলফিয়ান এবং রিয়ান আরদিয়ান্তো জুটির সঙ্গে। দুর্দান্ত ফর্মে থাকা চিরাগ-সাত্ত্বিক জুটির কাছে দাঁড়াতেই পারেননি তারা। অবশ্য গেমের শুরুটা করেন ইন্দোনেশিয়ার আলফিয়ান এবং রিয়ান জুটি। প্রথম সেটে ভারতীয় দুটি হেরে বসে। স্বাভাবিক ভাবেই চাপে পড়ে যায় ভারত। কিন্তু ঠিক পরের গেমেই তারা ঘুরে দাঁড়ান। এরপর আর কোনও

ভাবেই আটকে রাখতে পারেননি বিপক্ষরা। পরপর দুই গেমেই জিতে নেয় চিরাগ-সাত্ত্বিক জুটি। ফলে বিপক্ষদের আর কোনও ভাবেই সুযোগ দেননি তারা। ম্যাচের ফলাফল ২১-১৭, ১৩-২১ এবং ১৪-২১।

পরপর এই জুটি যে ভাবে সাফল্য পেয়ে চলেছেন, তাতে খুশি প্রত্যেকেই। অন্যদিকে ভারতীয় জুটি সেমিফাইনালে হারায় এই মুহূর্তে বিশ্ব ক্রমতালিকায় ২ নম্বরে থাকা জুটিকে। চিনের প্রতিপক্ষ জুটি লিয়াং ওয়েই কেং এবং ওয়াং চাঙকে স্ট্রেট গেমে হারিয়ে দিল ভারতীয় শাটলার জুটি। সাত্বিক-চিরাগরা। জিন্নাম স্টেডিয়ামে ৪০ মিনিটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইতে জিতে ফাইনালে চলে গেল ভারতীয় শাটলার জুটি। দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই ফর্মে ছিলেন ভারতীয় এই জুটি। এই নিয়ে টানা ১০টি ম্যাচে অপরাজিত রইল ভারতীয় জুটি। এদিন শুরুতে কিছুটা পিছিয়ে গেলেও শেষ দুই গেমে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেন এই জুটি। প্রথম সেটে হারটা কিছুটা হলেও ভাবিয়ে তোলে ভারতকে। তবে গোটা টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা চিরাগ-সাত্ত্বিক জুটির কাছে টিকতেই পারেনি আলফিয়ান-রিয়ান জুটি। শেষ দুই সেটে লড়াকু পারফরম্যান্স করে কোরিয়া ওপেন চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত।

ম্যাচের প্রথম গেমে পিছিয়ে গেলেও কিন্তু শেষ হাসি হাসল ভারতীয় শাটলার জুটি। চলতি বছরে সাত্ত্বিকসাইরাজ ও চিরাগ সুইস ওপেন খেতাব জিতেছেন। দুবাইতে ব্যাডমিন্টন এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপও জিতেছেন তারা। ১৮ জুন ইন্দোনেশিয়া ওপেন সুপার ১০০০ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন চিরাগরা। এবার কোরিয়া ওপেন চ্যাম্পিয়ন হল ভারত।

যুব এশিয়া কাপের ফাইনাল

যশ ধুলদের হারিয়ে রেকর্ড পাকিস্তানের ছোটোদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল অর্থাৎ এসিসি আয়োজিত ইমার্জিং এশিয়া কাপে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাকিস্তান দল। সেপ্টেম্বর মাসে সিনিয়র দল ২২ গজে এশিয়া কাপের লড়াইতে নামার আগেই পাকিস্তানের যুব দল হারিয়ে দিল ভারতীয় যুব দলকে। শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোতে এদিনের ফাইনালে কিছুটা হলেও একপেশে ভাবে জয় পেয়েছে পাকিস্তান। ভারতকে ১২৮ রানের বিরাট ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। আর এই বিরাট ব্যবধানে হারিয়েই পাকিস্তান দল এসিসি এমার্জিং এশিয়া কাপের ইতিহাসে গড়ে ফেলেছে নয়া নজির। এসিসি এমার্জিং এশিয়া কাপের ইতিহাসে রানের নিরিখে সব থেকে বড় ব্যবধানে জয়ের নজির গড়ল পাকিস্তান দল। ভেঙে দিল নিজেদের গড়া আগের রেকর্ডকেই। এদিন ভারতকে তারা হারাল ১২৮ রানে। ২০১৯ সালে পাকিস্তান দল ফাইনালে হারিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশকে। সেবার তারা জিতেছিল ৭৭ রানের ব্যবধানে।

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf of 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com
Vol: 8 Issue:36, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111